মায়াবিনী

(জুমেলিয়া)

গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

১। **মায়াবী** (দ্বাদশ সংস্করণ—চতুর্বিংশ সহস্র) ... ৪৲
২। **মনোরমা** (ত্রয়োদশ সংস্করণ—ষড়বিংশ সহস্র) ... ২॥০
৩। **মায়াবিনী** (ত্রয়োদশ সংস্করণ—ষড়বিংশ সহস্র) .. ১॥০
৪। **পরিমল** (দশম সংস্করণ—পঞ্চদশ সহস্র) . ২॥০
৫। **হত্যাকারী কে ?** (অষ্টম সংস্করণ) ... ... ১৲
৬। **নীলবসনা সুন্দরী** (দশম সংস্করণ—বিংশ সহস্র) .. ৪৲
৭। **সেলিনা সুন্দরী** (সপ্তম সংস্করণ—দশম সহস্র) .. ৪৲
৮। **গোবিন্দরাম** (পঞ্চম সংস্করণ—দশম সহস্র) .. ২॥০
৯। **রহস্য-বিপ্লব** (চতুর্থ সংস্করণ—অষ্টম সহস্র) .. ৪৲
১০। **মৃত্যু-বিভীষিকা** (চতুর্থ সংস্করণ—অষ্টম সহস্র) .. ২॥০
১১। **প্রতিজ্ঞা-পালন** (পঞ্চম সংস্করণ—দশম সহস্র) .. ২॥০
১২। **বিষম-বৈসূচন** (তৃতীয় সংস্করণ—পঞ্চম সহস্র) ... ২॥০
১৩। **জয়-পরাজয়** (তৃতীয় সংস্করণ—পঞ্চম সহস্র) ... ২॥০
১৪। **হত্যা-রহস্য** (তৃতীয় সংস্করণ—পঞ্চম সহস্র) ... ২॥০
১৫। **সহধর্ম্মিণী** (চতুর্থ সংস্করণ—পঞ্চম সহস্র) ২॥০
১৬। **ছদ্মবেশী** (তৃতীয় সংস্করণ—চতুর্থ সহস্র) ১॥০
১৭। **লক্ষটাকা** (চতুর্থ সংস্করণ—অষ্টম সহস্র) ২॥০
১৮। **নরাধম** (দ্বিতীয় সংস্করণ—চতুর্থ সহস্র) . ২॥০
১৯। **কালসর্পী** (তৃতীয় সংস্করণ—চতুর্থ সহস্র) ... ২॥০
২০। **বিদেশিনী** (যন্ত্রস্থ) ২॥০

বাণী-পীঠ গ্রন্থালয়

৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড, বাণী-পীঠ, কলিকাতা—৬

মায়াবিনী

উপন্যাস

পাঁচকড়ি দে-প্রণীত

ত্রয়োদশ সংস্করণ

[ষড়বিংশ সহস্র]

বাণী-পীঠ গ্রন্থালয়

৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, বাণী-পীঠ কলিকাতা—৬

বাংলা-সাহিত্যের ও সাহিত্যসেবকমাত্রেরই

চির-বান্ধব

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

এই গ্রন্থ

শ্রদ্ধার সহিত

উপায়নীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন

প্রথম বার।

গতবর্ষে "গোয়েন্দার গ্রেপ্তার" নামক সাময়িক পত্রিকায় "জুমেলিয়া" নামে এই পুস্তকের ৩ ফর্ম্মা বাহির হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট ফর্ম্মাগুলি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পুস্তক সম্পূর্ণ করা গেল। "জুমেলিয়া" নামের পরিবর্ত্তে "মায়াবিনী" নামে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বতন্ত্র আকারে বাহির হইল।

দ্বিতীয় বার।

এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কনকার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল এবং তিনখানি ছবি দেওয়া হইল।

গ্রন্থকার

প্রথম খণ্ড

নারী না পরী

D'ye stand amazed ! Look o'er thy head Maximinian
Look to the terror which overhangs thee.
"Beaumont and Fletcher ;—"The prophetess.

মায়াবিনী—নরহন্ত্রী জুমেলিয়া

মায়াবিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ

একদিন অতি প্রত্যূষে দেবেন্দ্রবিজয় স্থানীয় থানায় আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর রামকৃষ্ণ বাবুর সহিত দেখা করিলেন।

যাঁহারা আমার "মনোরমা" নামক উপন্যাস পাঠ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যে সময়কার ঘটনা বলিতেছি, তখনকার ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ, সুদক্ষ ও শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ। তাঁহার ভয়ে তখন অনেক চোর চুরি ছাড়িয়াছিল, অনেক ডাকাত ডাকাতি ছাড়িয়াছিল, অনেক জালিয়াৎ জালিয়াতী ছাড়িয়াছিল; স্ব স্ব ব্যবসায়ে এরূপ একটা অপরিহার্য্য ব্যাঘাত ঘটায় সকলে কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ ইষ্টদেবতার নিকটে দেবেন্দ্রবিজয়ের মরণ আকাঙ্ক্ষা করিত। সকলেই ভয় করিত; ভয় করিত না—গর্ব্বিতা জুমেলিয়া! সে ইষ্টদেবতার নিষ্ফলসহায়তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, সেই সময়ে স্বহস্তে দেবেন্দ্রবিজয়কে খুন করিবার জন্য 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত। দেবেন্দ্রবিজয় যদি তেমন একজন ক্ষমতাবান্, বুদ্ধিমান্ লোক না হইয়া একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতেন, তাহা হইলে সে তাঁহাকে পদতলে দলিত করিয়া মনের সাধ মিটাইতে

পারিত। তা' না হইয়া দেবেন্দ্র কি না প্রতিবারেই তাহাকে হতদর্প করিল—ছিঃ—ছিঃ—ধিক্ ধিক্; এই সব ভাবিয়া জুমেলিয়া আরও আকুল হইয়া উঠিত। এই বর্ত্তমান আখ্যায়িকা পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠকের 'মনোরমা' নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভাল হয়; এখানিকে মনোরমা পুস্তকের পরিশিষ্ট বলিলেও চলে।

যখন দেবেন্দ্রবিজয় রামকৃষ্ণবাবুর সহিত দেখা করিলেন, তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে বাঁশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ন্যায় একটি চুরুট দন্তে চাপিয়া ধূমপান করিতেছিলেন; তেমনি পরম নিশ্চিন্তমনে দেখিতেছিলেন, সেই ধূমগুলি কেমন কুণ্ডলীকৃত হইয়া, উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া, দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। তেমন প্রত্যুষে দেবেন্দ্রবিজয়কে সহসা সেই কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। সসম্মানে তাঁহাকে নিজের পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি? আমাকে দরকার না কি? এত সকালে যে?"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "ব্যাপার বড় আশ্চর্য্য; শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বে, ব্যাপারটা কতদূর অলৌকিক; তেমন অলৌকিক ঘটনা কেউ কখনও দেখে নাই—শুনে নাই।"

রাম। এমন কি ঘটনা হে?

দেবেন্দ্র। বড়ই অলৌকিক—একেবারে ভৌতিক-কাণ্ড—তুমি শুন্‌লে তোমারও বিস্ময়ের সীমা থাক্‌বে না।

রাম। বেশ, আমিও বিস্মিত হইতে চাই। প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে আমি একবারও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি কি না সন্দেহ; তোমার কথায় যদি এখন তা' ঘটে, সে বিস্ময়টায় কিছু-না-কিছু নূতনত্ব আছেই।

দেবেন্দ্র। ফুলসাহেবকে তোমার স্মরণ আছে?

রাম। বিলক্ষণ!

দেবেন্দ্র। জুমেলিয়াকে ? যে এতদিন জাল-মনোরমা সেজে নিজের বাহাদুরী দেখাইতেছিল, শেষে হাজ্‌রার বাগান-বাড়ীতে আত্মহত্যা করে, তাকে স্মরণ আছে কি ?

রাম। হাঁ, সেই পিশাচী ত ?

দেবেন্দ্র। সত্যই সে পিশাচী বটে !

রাম। তার কি হয়েছে ?

দেবেন্দ্র। তার মৃত্যুর বিবরণটা কি এখন তোমার বেশ স্মরণ আছে ?

রাম। বেশ আছে ?

দে। জুমেলিয়ার দেহ যতক্ষণ না কবরস্থ করা হয়েছিল, ততক্ষণ আমি তৎপ্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রেখেছিলাম ব'লে, তুমি আর কালীঘাটের থানার ইন্‌স্পেক্টর হেসেই অস্থির।

রাম। শুধু কবরস্থ নয়—সেই মৃতদেহ কবরস্থ ক'রে কবর-মৃত্তিকা পূর্ণ করা পর্য্যন্ত তোমার সতর্কদৃষ্টি সমভাবে ছিল। ইহা ত হাসিবারই কথা, দেবেন্দ্র বাবু ! [হাস্য]

দেবেন্দ্র। এখন সেই ঘটনা, আমার সে সতর্কতা যে বৃথা নয়, তা' প্রমাণ করেছে। তবু যতদূর সতর্ক হওয়া আবশ্যক, তা' আমি হ'তে পারি নি ; আরও কিছুদিন সেই কবরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাই আমার উচিত ছিল।

রা। আঁ্যা—বল কি হে ! তোমার মাথাটা নিতান্ত বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে দেখ্‌ছি। কবরের উপর এত সাবধানতা কেন ? তার পর তুমি জুমেলিয়ার কবরের উপর আর পাহারা দিয়াছিলে কি ?

দে। হাঁ, এক সপ্তাহ।

রা। যে লোক মরে গেছে—যাকে পাঁচ হাত মাটির নীচে কবর দেওয়া হয়েছে—তার উপর তুমি এক সপ্তাহ নজর রেখেছ ; এখনও

আবার বল্‌ছ যে, আরও কিছুদিন নজর রাখ্‌তে পারলে ভাল হ'ত, এ সব কথার অর্থ কি? মাটির নীচে—এক সপ্তাহ—তবু যে কোন মানুষ বাঁচতে পারে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

দে। তা' মিথ্যা বল নাই, এরূপ স্থলে সাধারণ লোকের পক্ষে জীবিত থাকা অসম্ভব।

রা। দেবেন্দ্র বাবু, মৃত্যুর কাছে আবার সাধারণ আর অসাধারণ কি?

দে। তুমি কি আরবদেশের ফকিরদিগের এরূপ পুনরুত্থান সংক্রান্ত কোন ঘটনার কথা কখনও শোন নাই?

রা। অনেক সময়ে অনেক শুনেছি।

দে। তারা কি করে জান?

রা। হাঁ, কিছু কিছু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

* * * * *

দেবেন্দ্রবিজয় বলিতে লাগিলেন, "আরবদেশের ফকিরেরা দ্রব্যগুণ প্রক্রিয়ায় আপনাদিগকে এমন নিস্পন্দন নিশ্চেতন করে যে, বড় বড় ডাক্তারেরা বিশেষ পরীক্ষায় জীবনের কোন চিহ্নই বাহির করিতে পারে না। তার পর সকলের সম্মুখে সেই ফকিরকে সমাধিস্থ করা হয়। ফকির ইতিপূর্ব্বে এমন একজন চেলা ঠিক ক'রে রাখে যে, ফকিরের স্থিরীকৃত দিবসাবধি—সম্ভবতঃ একমাস সেই কবরের উপর সতত দৃষ্টি রাখে। তার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে ফকিরের পুনরুত্থান হয়। পরক্ষণেই সেই ফকিরের মৃতকল্প দেহে চৈতন্যচিহ্ন

প্রকাশ পায় ; তার পর সে ওঠে, বসে, কথা কহে, স্বচ্ছন্দচিত্তে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে পারে ; মোট কথা—সে পূর্ব্বে যেমন ছিল, ঠিক তেমনই হইয়া উঠে।"

রা। [সহাস্যে] যাদের সমক্ষে এ কাণ্ড হয়, তারা গাধা।

দে। আমাকেও কি 'গাধা' ব'লে তোমার বিবেচনা হয় ?

রা। না।

দে। না কেন ? আমিই স্বচক্ষে এমন কাণ্ড অনেক দেখেছি ; আমি এ ঘটনা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি ; এ ঘটনা অসম্ভব নয়।

রা। বেশ, এখন ব্যাপার কি বল ? তোমার সুদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা যে আর ফুরায় না !

দে। ডাক্তার ফুলসাহেব অনেক দিন আরবদেশে ছিল, তার পর কামরূপ ঘুরে আসে। সে নানা প্রকার দ্রব্যগুণ মন্ত্রাদি জান্‌ত— তার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

রা। তা' সে সকলকে প্রচুর পরিমাণে দেখিয়ে মরেছে।

দে। জুমেলিয়া তারই ছাত্রী—শুধু ছাত্রী নয়, স্ত্রী।

রা। হাঁ জানি, জুমেলিয়া বড় সহজ মেয়ে ছিল না।

দে। শিক্ষকের চেয়ে ছাত্রীর শিক্ষা আরও বেশি।

রা। হ'তে পারে, কি হয়েছে তা' ?

দে। জুমেলিয়া—সেই নারী-পিশাচী এখনও মরে নি।

রা। [সবিস্ময়ে] বল কি হে !

দে। আমি সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি। যদি সে বেঁচে থাকে, অবশ্যই তুমি শীঘ্রই তা' জান্‌তে পার্‌বে। সে বড় সহজ স্ত্রীলোক নয়, নিজের হাতে সে অসংখ্য নরহত্যা করেছে। সে এখন জীবিত কি মৃত, তুমি তার কবর খুঁড়ে দেখ্‌লেই জান্‌তে পারবে।

রা। কতদিন তাকে গোর দেওয়া হয়েছে ?

দে। আজ বৈকালে ঠিক উনচল্লিশ দিন পূর্ণ হবে।

রা। না'না ; যে মৃতদেহ এতদিন গোরের ভিতর রয়েছে—তা' আবার টেনে বের করা যুক্তিসিদ্ধ ব'লে বিবেচনা করি না।

দে। মৃতদেহ! মৃতদেহ পাবে কোথায় তুমি? দেখ্‌বে কবর শূন্য প'ড়ে আছে।

রা। এ খেয়াল বোধ হয়, তোমার সম্প্রতি হ'য়ে থাক্‌বে।

দে। হাঁ, সম্প্রতি।

রা। দেবেন্দ্র বাবু, ব্যাপারটা কি হয়েছে বল দেখি ?

দে। শ্রীশচন্দ্র নামে একটি চতুর ছোক্‌রা আমার কাছে শিক্ষা-নবীশ আছে। "১৭—ক" পুলিন্দার কেসে সে আমার অনেক সহায়তা করেছে। যে গোরস্থানে জুমেলিয়াকে গোর দেওয়া হয়েছে, সেই গোরস্থানে কাল শ্রীশচন্দ্র বেড়াতে যায়। ফিরে আস্‌বার সময়ে জুমেলিয়ার কবর দেখতে যায়। জুমেলিয়া তাকে যেরূপ বিপদে ফেলেছিল, তাতে সে জুমেলিয়াকে কখনও ভুল্‌তে পার্‌বে ব'লে বোধ হয় না। শ্রীশচন্দ্রের যদিও বয়স বেশি নয়, বেশ চতুর বটে—আর দৃষ্টিটাও যে বেশ তীক্ষ্ণ আছে, এ কথা স্বীকার করা যায়। জুমেলিয়ার কবরটার উপরকার মাটিগুলো আল্‌গা আল্‌গা দেখে তার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয় ; তার পর সে এক টুক্‌রা কাগজ সেইখানে কুড়িয়ে পায় ; তাতে তার সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। সেই কাগজ টুক্‌রায় জুমেলিয়ার নাম লেখা ছিল। তার পর সে অপর টুক্‌রাগুলির সন্ধান কর্‌তে লাগ্‌ল ; সেইরূপ ছোট ছোট টুক্‌রা কাগজ চারিদিকে অনেক ছড়ান রয়েছে দেখ্‌তে পেলে। সেদিন সে কেবল সেই কাগজ টুক্‌রাগুলি বেছে বেছে সংগ্রহ ক'রে বাড়ী ফিরে আসে। সে আমাকেও এ সকল

কথা তখন কিছুই বলে নাই, নিজেই সে সেই ছোট ছোট কাগজগুলি ঠিক ক'রে সাজিয়ে আর একখানা কাগজে গঁদ্ দিয়ে জুড়ে রাখে।

রা। শ্রীশচন্দ্র টুক্‌রা কাগজগুলো ঠিক সাজাতে পেরেছিল ?

দে। পেরেছিল।

রা। কেমন লোকের ছাত্র! ভাল, তার পর ?

দে। কাল রাত্রে আমার হাতে সে সেই পত্রখানা এনে দেয়, তেমন আশ্চর্য্য পত্র আমি কখনও দেখি নাই।

রা। কিরূপ আশ্চর্য্য শুন্‌তে পাই না কি ?

দে। আমার কাছেই আছে, শ্রীশ সেই ছিন্নপত্রখানা বেশ পাঠোপ-যোগী ক'রেই আমার হাতে দিয়েছে। আগেকার টুক্‌রাগুলি পাওয়া যায় নাই; মধ্যেরও দু-এক টুক্‌রা পাওয়া যায় নাই। শ্রীশ নিজে সেই-সেইখানে কথার ভাবে আন্দাজ ক'রে ঠিক কথাগুলিই বসিয়েছে; প'ড়ে দেখ। [পত্র প্রদান]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভিনব পত্র

পত্রে লেখা ছিল ;---

————হইল না। অপেক্ষা করিবার সময় নাই, থাকিলে করিতাম—কি করিব, দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত দেখা হইল না। আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে বালিগঞ্জের দিকে চলিলাম। হয় ত সেখানে আমি ধরা পড়িতে পারি। যদি ধরা পড়ি, আমি সেইরূপে আত্মহত্যা করিব; তুমি তা' জান। আমার মৃত্যুর দিন হইতে ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত আমি কবরের মধ্যেও জীবিত থাকিব; সেই সময়ের মধ্যে তুমি

আমায় উদ্ধার করিবে। যদি আমাকে উদ্ধার করিতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক রাত্রি পূর্ব্বে বরং চেষ্টা পাইবে, যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক রাত্রি পরে চেষ্টা না পাও; তাহা হইলে চেষ্টা বিফল হইবে।

কবর হইতে আমাকে বাহির করিয়া যদি দেখ, দাঁতকপাটী লাগিয়াছে, তবে জোর করিয়া ছাড়াইবে। তাহার পর সেই শিশি হইতে আট ফোঁটা ঔষধ আমার মুখে দিবে। যেন আট ফোঁটার এক ফোঁটা কম কি বেশি না হয়, খুব সাবধান।

তাহার পর আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে। তুমি যদি আমার এই সকল অনুরোধ উপেক্ষা না কর, আধ ঘণ্টার পর আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব। তুমি বলিয়াছ, আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস। এমন কি, যদি আমি তোমার স্ত্রী হই, তুমি আমার আগেকার অসংখ্য পাপ—যে সকল আমি স্বহস্তে করিয়াছি, তুমি গ্রাহ্যই করিবে না।

বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর; আমি তোমারই হইব। স্মরণ থাকে যেন—পূর্ণমাত্রায় ত্রিশ দিন—এক মূহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর তুমি আমায় কিছুতেই বাঁচাইতে পারিবে না—আমি মরিব।

তুমি আমার জীবন দান কর—এ জীবন চিরকাল তোমারই অধিকারে থাকিবে।

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

জুমেলা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন্দোবস্ত

রামকৃষ্ণ বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি অদ্ভুত কাণ্ড! দেবেন্দ্রবাবু, সত্যই সে কবর থেকে উঠে গেছে নাকি?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, আমার ত তাহাই বিশ্বাস।"

"কখনও তা' হ'তে পারে?"

"হ'তে পারে কি? হয়েছে।"

"শ্রীশচন্দ্র একটা বড় ভুল করেছে, যার নামে পত্র লেখা হয়েছে, তার নামটা যদি সেই সকল টুক্‌রা কাগজগুলা থেকে কোন রকমে বেছে বের কর্‌তে পার্‌ত—বড়ই ভাল হ'ত।"

"সন্ধান করেছিল, পায় নি। এখন এক কথা হচ্ছে, রামকৃষ্ণ বাবু।"

"কি?"

"এস, আমরা জুমেলিয়ার কবরটা আগে খুঁড়ে দেখি, ব্যাপার কি দাঁড়িয়েছে; তার পর অন্য কথা।"

"বেশ, আমি প্রস্তুত আছি।"

"আজই বৈকালে।"

"হাঁ।"

"বেলা তিনটার সময়ে এখানেই হ'ক, কি সেখানেই হ'ক্‌ আমাদের দেখা হ'বে।"

"এখানে তুমি ঠিক বেলা দু'টার সময়ে অতি অবশ্য আস্‌বে; যাবার সময়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে নেওয়া যাবে। পথে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তাঁর বাড়ী হ'তে গাড়ীতে তুলে নেব, তার পর সকলে মিলে গোরস্থানে যাওয়া যাবে।"

"আমার গাড়ী আমি নিয়ে আস্‌ব, সেজন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না; আমি ঠিক সময়েই আস্‌ব। পারি যদি শচীন্দ্রকে সঙ্গে করে আনব। তুমি ইতিমধ্যে ঠিক বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।"

"এদিক্‌কার যোগাড় আমি সব ঠিক ক'রে রাখ্‌ব।"

"দেখো, আমার কথা যেন স্মরণ থাকে; নিশ্চয়ই কবর-গহ্বর শূন্য প'ড়ে আছে, দেখ্‌তে পাবে।"

"বেশ বেশ, দেখা যাবে, দেবেন্দ্র বাবু।"

"জুমেলিয়া তার মৃত্যুর পরেও যে আমার অনুসরণ কর্‌বে ব'লে ভয় দেখিয়েছিল—সে কথা কি আমি তোমায় আগে বলি নাই?"

"কই না।"

"তার কবর সম্বন্ধে আমার সতর্ক থাকার এই এক কারণ; এই জন্যই আমি তার কবরের উপর বিশেষ নজর রেখেছিলাম। এখন আমি তার সেই ভয়-প্রদর্শনের প্রকৃত কারণ বুঝ্‌তে পার্‌ছি; এইজন্যই সে বলেছিল, তার মৃত্যুর পরেও সে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বে।"

"তখন বুঝি, তোমার মনে এ ধারণা হয় নাই? এখন তুমি তার মনের অভিপ্রায় বেশ বুঝ্‌তে পেরেছ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাধিক্ষেত্র

ঠিক বেলা দুইটার সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত থানার সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; তন্মধ্যে দেবেন্দ্রবিজয় ও তাঁহার ভাগিনেয় শচীন্দ্র বসিয়াছিলেন।

তখন রামকৃষ্ণ বাবু সাদাসিদে পরিচ্ছদে এবং গঙ্গাধর বাবু [অন্য একজন ইন্‌স্পেক্টর] পুলিশের ইউনিফর্ম্মে দেবেন্দ্রবিজয়ের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। কোচ্‌ম্যান্ গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। পথে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল।

যথা সময়ে সকলে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যথায় নারী-পিশাচী ডাকিনী জুমেলিয়াকে প্রোথিত করা হইয়াছিল, তথায় সকলে উপস্থিত হইলেন।

তথায় দুইজন ধাঙ্গড় তাহাদের কোদাল, সাবল ইত্যাদি যন্ত্র লইয়া উপস্থিত ছিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুমতি করিলে তাহারা জুমেলিয়ার কবর খননে প্রবৃত্ত হইল।

যখন কবর হইতে শবাধার উত্তোলিত ও উন্মুক্ত হইবে, তখন তাঁহাদিগের সম্মুখে কি যে একটা অভিনব দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে, তাহাই তখন সেই পুলিশ কর্ম্মচারিত্রয় ও গোয়েন্দাদ্বয় ভাবিতেছিলেন। আগ্রহপূর্ণ লোচনে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রত্যেকেই নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভূগর্ভ হইতে শবাধার বহিষ্কৃত হইল। শবাধার অত্যন্ত ভারযুক্ত; তদনুভবে তথাকার সকলেই বুঝিতে পারিলেন, তাহা শূন্য নহে, সেই শবাধার মধ্যে জুমেলিয়ার মৃতদেহ আছে। দেবেন্দ্রবিজয় যথেষ্ট অপ্রতিভ ও চিন্তাযুক্ত হইলেন। সত্যই কি তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট অপমানিত হইতে হইল? ইন্‌স্পেক্টর রামকৃষ্ণ বাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া, পরিহাসব্যঞ্জক ভ্রূভঙ্গি করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় অনুমানে এই রহস্যের ভাব এখন অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারিলেন। পরক্ষণে যখন সেই শবাধারের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা হইল, তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের ম্লান মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—সকলেরই

কণ্ঠ হইতে এক প্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ নিঃসৃত হইল। সকলেই চমকিতচিত্তে, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে শবাধারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা সেই শবাধারে শব দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু সে শব ত জুমেলিয়ার নহে—স্ত্রীলোকের নহে—পুরুষের! ভদ্রোচিত পরিচ্ছদধারী কোন সুন্দর যুবকের – এ কি হইল!

দেবেন্দ্রবিজয় ভিন্ন আর সকলেই এককালে স্তম্ভিত ও প্রায় বিলুপ্ত-চৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্টর রামকৃষ্ণ বাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবেন্দ্র-বিজয়কে জিজ্ঞাসিলেন, "দেবেন্দ্র বাবু, এ কি ব্যাপার হে! কিছু বুঝ্‌তে পার কি?"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "যা' ঘটেছে, তা' সহজেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।"

রা। তা' তুমি পার; এখন আমাদের বুঝাও দেখি; আমার ত বোধ হচ্ছে, আমি এখন স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

দে। [মৃতদেহ নির্দ্দেশে] এই লোকটাকেই জুমেলিয়া নিশ্চয়ই সেই পত্রখানা লিখে থাক্‌বে; এই লোকটারই সে স্ত্রী হ'তে চেয়েছিল। তার কথামত এই যুবক কাজ করে। জুমেলিয়া এ'কে যেমন যেমন ব'লে দিয়েছিল, এ লোকটি সেই সেই উপায়ে জুমেলিয়াকে উদ্ধার ক'রে থাক্‌বে। তার পর সেই পিশাচী তার এই উদ্ধারকর্ত্তাকে হত্যা করেছে; নিজের শবাধারে এই মৃতদেহ পূর্ণ ক'রে নিজেরই কবর-গহ্বরে প্রোথিত ক'রে শেষে পলায়ন করেছে। আমার বিশ্বাস, জুমেলিয়া এখন এই দেশেই আছে; তার কারণ এই যে, এ ব্যক্তিই জুমেলিয়াকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল, এ তার এই গুপ্তরহস্য ও তাহার জীবিত থাকার কথা অবগত ছিল; পাছে এই লোকটা পরে সেই সকল কথা অন্যের কাছে

প্রকাশ করে, এই ভয়ে জুমেলিয়া ইহাকে হত্যা করেছে। মনে করেছে সে, সে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হ'তে পেরেছে; সকলেই এখন বুঝ্‌বে, জুমেলিয়ার মৃত্যু হয়েছে, এখন আর কেহ তার সন্ধানে ফির্‌বে না।

দেবেন্দ্রবিজয়ের কথায় সেখানকার সকলেই অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "দেবেন্দ্র বাবু, তোমার সেই পত্রের সঙ্গে একটা বিষয় ঠিক মিল্‌ছে না; তোমার সেই পত্রের হিসাবে যদি ধরা যায়, তা হ'লে এই লোকটার মৃতদেহ পাঁচদিন এইখানে আছে, কেমন?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "হাঁ।"

রামকৃষ্ণ বাবু কহিলেন, "এ মৃতদেহ পাঁচদিনের ব'লে কিছুতেই বোধ হয় না; বেশ টাট্‌কা রয়েছে।"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "এর দুটী কারণ আছে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসিলেন, "পাঁচদিনের মড়া এমন টাট্‌কা থাক্‌বার কারণ কি, বলুন দেখি?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিতে লাগিলেন, "প্রথম কারণ, লোকটাকে হঠাৎ হত্যা করা হয়েছে, শরীরের সমস্ত রক্ত বাহির হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় কারণ, মৃত্যুর পরেই বিনা-বিলম্বে কবরস্থ করায় বাহিরের বাতাস অধিকক্ষণ এ মৃতদেহে সঞ্চালিত হ'তে পারে নাই।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "তা' যেন হ'ল, কিন্তু এখন এ খুনটার তদন্ত করা বিশেষ আবশ্যক। জুমেলিয়ার দ্বারা কি প্রকারে এ খুন হ'তে পারে? তাকে যখন কবর দেওয়া হয়, সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র দেওয়া হয়েছিল কি?"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "স্বীকার করি, ছিল না; কিন্তু এই হতভাগ্য যখন জুমেলিয়াকে উদ্ধার করিতে আসে, তখন যে এর কাছে কোন

প্রকার সাংঘাতিক অস্ত্র ছিল না—এ কথা সম্ভব নয়। ডাকিনী নিজ অভীষ্টসিদ্ধ কর্‌বে ব'লে কোন ছলে ইহারই সেই অস্ত্র গ্রহণ ক'রে থাক্‌বে।

ইন্‌স্পেক্টর রামকৃষ্ণ বাবু কহিলেন, "এস, এখন দেখা যাক্‌, লোকটা কে। সে সন্ধান আগে ক'রে তার পর কিরূপে খুন হয়েছ, সে বিষয়ের মীমাংসা হবে।

শবাধার হইতে শবদেহ বাহির করা হইল; শচীন্দ্র তৎ-পরীক্ষার্থে নিযুক্ত হইল; অন্যান্য সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মৃতব্যক্তির পরিধানে সূক্ষ্ম দেশীবস্ত্র, ফুলদার মোগল-আস্তিন জামা, সাঁচ্চাজরীর কাজ করা টুপী, দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলিতে দুইটী হীরকাঙ্গুরী, জামার বুক-পকেটে সোনার ঘড়ী ও চেইন। ভিতর-কার পকেটে একখানি কলম-কাটা ছুরি, একটা রীংএ এক গোছা চাবী, বিশ টাকার একখানি নোট, চারিটী টাকা, দুইটা সিকি, তিনটা দুয়ানী, দুখানি রেশমী (একখানি রংদার—একখানি সাদা) রুমাল, একটা ক্ষুদ্র পিস্তল ও কয়েকখানি পত্র।

পত্রগুলি অন্যান্য বিষয়-সম্বন্ধে লিখিত। সকলগুলির শিরোনামা 'সেখ কবীরুদ্দিন, সাং খিদিরপুর, মেটেবুরুজ * নং * * * লেন, লিখিত রহিয়াছে।

সেই মৃত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "রামকৃষ্ণ বাবু, জুমেলিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে, তা আমি অনুমানে কতকটা বুঝেছি।"

রামকৃষ্ণ বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায়?"

দেবেন্দ্র। থিরোজা বিবির বাড়ীতে। ঐ ঠিকানায় থিরোজা বিবির বাড়ী। রামকৃষ্ণ বাবু, এখন ব্যাপার কি দাঁড়িয়েছে, সব বুঝ্‌তে পেরেছ কি?"

রাম। বড়ই অদ্ভুত, আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছি!

দে। জুমেলিয়াকে এখন কি বোধ কর? এমন অদ্ভুত স্ত্রীলোক আর কোথাও দেখেছ কি?

রা। না, পরেও যে কখন দেখ্‌তে পাবো—বিশ্বাস হয় না। দেবেন্দ্র বাবু তুমিও তাকে কিছু-না-কিছু ভয় করো; কেমন কি না?

দে। তার বিক্রম আর বাহাদুরীকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, আর আমার স্ত্রীর উপরে তার যেরূপ গূঢ় অভিসন্ধি, তা' অত্যন্ত বিপজ্জনক বটে; কিন্তু 'ভয়'? 'ভয়' কাকে বলে, তা আমি জানি না—'ভয়' শব্দটি আমার জন্ম-পত্রিকায় লেখা নাই।

রা। এখন তুমি কি কর্‌বে?

দে। তার সন্ধানে যাব।

রা। সন্ধান পাবে কি?

দে। সম্ভব—না পেতে পারি; কিন্তু তা' হ'লে এই আমার জীবনে প্রথম অকৃতকার্য্যতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

থিরোজা বিবি

পরদিন বেলা দশটার সময়ে দেবেন্দ্রবিজয় বৃদ্ধ মুসলমান বেশে মেটে-বুরুজে থিরোজা বাইএর বাটীতে উপস্থিত হইলেন—হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ্‌।

দ্বারে বারদ্বয় করাঘাত করিবামাত্র একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখা দিল। তাহার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর

হইবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনপ্রণালী পরিপাটি ও সুন্দর। রমণী সুন্দরী। কৃষ্ণতার নয়নের নিম্নপ্রান্তে অতি সূক্ষ্ম কজ্জলরেখা তাহার প্রচুরায়ত নয়ন যুগলের সমধিক শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। পরিধানে প্রশস্ত সাঁচ্চা-জরীর কাজ করা, সাঁচ্চা সল্মা-চুম্‌কী বসান, ঘন নীলরঙ্গের পেশোয়াজ। উন্নত ও সুঠাম বক্ষোদেশে সবুজ রংএর সাটিনের কাঞ্চলী। তাহার উপরে হরিদ্বর্ণের সূক্ষ্ম ওড়্‌না। টিকল নাসিকায় একটি ক্ষুদ্র নথ, একগাছি সরু রেশম দিয়া নথ হইতে কর্ণে টানা-বাঁধা। রমণী চম্পকবরণী, তাহাতে আবার নীলবসনা; তাহার অনন্তরূপে সৌন্দর্য্যরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই সুন্দরীর নাম থিরোজা বাই।

ছদ্মবেশী দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখীন হইয়া থিরোজা বাই জিজ্ঞাসিল, "কে আপনি মহাশয়? কাহাকে খুঁজেন?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "এখানে কবীরুদ্দীন নামে কেহ থাকে?"

থিরোজা। হাঁ মহাশয়, থাকে বটে।

দেবেন্দ্র। তার সঙ্গে কি এখন আমার সাক্ষাৎ হ'তে পারে?

থি। না, তিনি আজ তিন চারিদিন কোথায় গেছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাইবার পরে তাঁহার এক ভগিনী আসিয়াছেন: তিনিও তাঁহার দাদার সহিত দেখা করিবার জন্য এখনও অপেক্ষা করিতেছেন।

দে। কোন্ দিন কবীর ফির্‌বে, তা' কি তাহার ভগিনী জানে?

থি। বলিতে পারি না।

দে। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি?

থি। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।

দে। কোথায়, কোন্ ঘরে কবীর থাকে?

থি। ত্রিতলের একটা বড় ঘর তিনি ভাড়া নিয়েছেন।

দে। কবীরের ভগিনী আমার পর নয়, আমি তার কাকা হই; তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে উপরে যেতে আমার বাধা কি? তুমিও আমার সঙ্গে এস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছদ্মবেশে

থিরোজা বাই দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া ত্রিতলে উঠিল; তথায় যে কক্ষ কবীরুদ্দীনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা দেখাইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল।

দেবেন্দ্রবিজয় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে কেহ নাই। একপার্শ্বে একখানা টেবিল—নিকটেই একখানা চেয়ার পড়িয়া রহিয়াছে। দেবেন্দ্রবিজয় টেবিলের উপর দুইখানি পত্র পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। থিরোজাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কই, কেহ নাই ত।"

"চ'লে গেছেন—কখন্ গেলেন! কী আশ্চর্য্য, একি কথা! আমাকে কিছু ব'লে যান্ নি ত।" এই বলিয়া থিরোজা বাই সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; বলিল, "তিনি ত বলিয়াছিলেন, তাঁহার দাদার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাইবেন না।"

কক্ষমধ্যে টেবিলের উপর যে দুইখানি পত্র পড়িয়া ছিল, তাহার একখানি থিরোজা বাইএর, অপরখানি ডিটেক্‌টিভ দেবেন্দ্রবিজয়ের নামে।

"দুইখানি পত্র রেখে গেছে—একখানি ত আমার দেখ্‌ছি; অপরখানি বুঝি তোমার—এই লও," বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় একখানি নিজে লইয়া অপরখানি থিরোজার হাতে দিলেন।

থিরোজা বাই বলিল, "তাই ত, আপনার জন্যও একখানা লিখে গেছেন; আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এ ইচ্ছা বোধ হয়, তাঁর নাই।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "কবীরের না থাক্‌তে পারে; কিন্তু তার ভগিনী আমার ভয়ে পালাবে কেন? কবীর যে পালাবে তা' আমি জানি। কবীর ভারি বখাটে, যতদূর ফিচেল ছোক্‌রা হ'তে হয়—ছোঁড়াটা আমাকে চিরকাল জ্বালিয়ে মার্‌লে!"

থিরোজা বাই তখনই তাহার পত্রখানি আপন-মনে পাঠ করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় নিজের পত্রখানি নিজের চোখের সম্মুখে ধরিলেন বটে, কিন্তু দৃষ্টি রাখিলেন—থিরোজার পত্রের উপর। থিরোজার পত্রে বড় বেশি কিছু লেখা ছিল না, কেবল দুই-একটা বাজে কথা মাত্র।

"তাই ত, স্ত্রীলোকটি এখন কিছুদিনের জন্য এখান থেকে চ'লে গেলেন। ব্যাপার কি, কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। লিখ্‌ছেন, তাঁর ভাই কবীর এখন আর ফির্‌বেন না।" থিরোজা বাই এই বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের দিকে চাহিল।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "কোথায় গে'ল, তা' কিছু তোমার পত্রে লিখে নাই?"

"না, কই আমার পত্রে ত তা' কিছু লেখেন নাই—আপনার পত্রে?"

"কিছু না—কিছু না।"

"কী জানি, তাঁদের মনের কথা কি?"

"আমার ভয়েই তা'রা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"কে'ন আপনাকে তাঁদের এত ভয় কেন?"

"আছে, একটা মস্ত ভয়ের কাজ কবীর ক'রে ফেলেছে।"

"কি রকম? কি রকম?"

"ইদানীং সে কি বড় ভাব্‌ত, বড় খিট্‌খিটে মেজাজ হয়ে পড়েছিল?"

"হাঁ, তা' কতকটা হয়েছিল বটে।"

"মুখখানা শুকিয়ে আম্‌সী হ'য়ে গেছ্‌ল কি না, বল দেখি?"

"হাঁ, মুখখানা কেমন এক রকম ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে দেখাত।"

"বড় একটা কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা, কি কোন বিষয়ে গল্প-সল্প কর্‌ত না?"

"না, একেবারেই তিনি মুখ বন্ধ করেছিলেন।"

"কতদিন তুমি তাকে এ রকম দেখে আস্‌ছ?"

"প্রায় সপ্তাহ তিনেক।"

"এর ভিতর অনেক কথা আছে—শোন ত, বুঝতে পার্‌বে।"

"বলুন।"

"হাঁ, তিন সপ্তাহ হবে, কবীর অন্য আর একজনের নামে একখানা দলিলে জাল—সই করেছে।"

"জাল!"

"হাঁ, জাল; এখন সেই কথা আদালতে উঠবার উপক্রম হয়েছে—সব প্রকাশ পেয়েছে।"

"অ্যাঁ, তবে ত বড় সর্ব্বনেশে কথা!"

"হাঁ, তবে একটা উপায় আছে।"

"কি?"

"সে যে-নাম সহি করেছে, সে আমারই নাম।"

"তার পর?"

"তাই আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলাম; এখন আমি তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌তে প্রস্তুত আছি; তার এ কলঙ্কের কথা ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি; তার জন্য—তার এই বিপদুদ্ধারের জন্য আমি শতাবধি টাকা সঙ্গেও এনেছি; মনে করেছিলাম, তাকে সেইগুলো

দিয়ে যাতে ভবিষ্যতে আর এমন বদ্‌খেয়ালাতে হাত না দেয়, তা বুঝিয়ে বল্‌ব।”

“আপনি বড়ই সদাশয়, বড়ই দয়ালু আপনি!”

“দয়ালু হ'লে কি হবে? সে যে পাজীর পা-ঝাড়া—সে কি আমার দয়া চায়—না আমাকে মানে? বেকুব্—বেকুব্—বড়ই বেকুব্! বড় দুঃখের বিষয়, আমি তাকে কত ভালবাসি, সে একদিনও মনে বুঝে দেখ্‌লে না। যাই হ'ক, তুমি একটু অনুগ্রহ——”

[বাধা] “কি বলুন, অনুগ্রহ আবার কি?”

“সে কিংবা তার সেই ভগিনী, আবার এখানে ফিরে আস্‌তে পারে।”

“আমার তা' ত বিশ্বাস হয় না।”

“চিঠি-পত্রও তোমাকে লিখ্‌তে পারে।”

“তা' লিখ্‌তে পারেন, সম্ভব।”

“তা সে লিখ্‌বেই লিখ্‌বে।”

“বেশ বেশ, তা' হ'লে আমি তাঁকে পত্রদ্বারা আপনার কথা জানাব।”

“না, খিরোজা বিবি, তা' হ'লে বড় মুস্কিল বেধে যাবে; সে ভারি একগুঁয়ে—ভারি বেয়াড়া বদ্‌স্বভাব তার, আমার কথা এখন তার কাছে কিছুতে প্রকাশ ক'রো না—তাকে এখন কিছু ব'লো না—সে কোথায় থাকে, কেবল তাই তুমি গোপনে আমাকে পত্র লিখে জানাবে, তা' হ'লেই আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌ব। আমার জন্য যে পত্রখানা রেখে গেছে, সে পত্রের কথা যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি 'জানি না' ব'লে একেবারে উড়িয়ে দিয়ো। দাও, তোমার পত্রের একপাশে আমার ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাই।” এই বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় খিরোজার হস্তস্থিত পত্রখানি লইয়া তাহার একপার্শ্বে উডনপেন্সিলে

অপ্রকৃত নামে নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। বলিলেন, "এখন তবে আসি—সেলাম।"

"সেলাম।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জুমেলিয়ার পত্র

"মায়াবিনী জুমেলিয়া, যথার্থই মায়াবিনী।" দেবেন্দ্রবিজয় থিরোজার বাটী ত্যাগ করিয়া যখন পথে বহির্গত হইলেন; আপনা-আপনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন।

কবর অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং সে জীবিত আছে, এ কথা তিনি অবগত হইয়াছেন, তাহা জুমেলিয়া যে জানিতে পারিয়াছে, দেবেন্দ্রবিজয় অনুভবে তাহা বুঝিয়া লইলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় থিরোজা বাইএর বাটীতে যে পত্রখানি পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সে বিষয়ের যথাসম্ভব প্রমাণও প্রাপ্ত হইলেন। কবীরের বাসায় তাহার ভগিনী বলিয়া যে সপ্তাহাধিককাল অবস্থিতি করিতেছিল, সে যে জুমেলিয়া ছাড়া আর কেহই নয় তাহা বুঝিতে দেবেন্দ্রবিজয়ের বড় বিলম্ব হইল না।

পত্রখানি নূতন ধরণের—অতিশয় অলৌকিক! তাহার প্রতি—ছত্রে জুমেলিয়ার সেই পৈশাচিক হৃদয় এবং কল্পনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, আমরা তাহা অবিকল লিপিবদ্ধ করিলাম;—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত মরণাপন্ন গোয়েন্দা

দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র।

আমার হতগর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বী

মহাশয় সমীপেষু;—

আবার আমরা উভয়ে সমারঙ্গনে অবতীর্ণ। এইবার তোমার প্রতি আমার ভীষণ আক্রমণ অনিবার্য্য। এ পর্য্যন্ত আমি ধীরে ধীরে, একটির পর একটি করিয়া, এক-একটি কাজ সমাধা করিয়া আসিতেছিলাম; এবার এখন হইতে তোমার বিরুদ্ধজনক আমার সকল উদ্যম অতি দ্রুত সুসম্পন্ন হইবে।

তুমি কিছুই জান্‌বে না—শুন্‌বে না—জান্‌তেও পার্‌বে না, এমন ভাবে হঠাৎ আমি তোমাকে নিহত করিব। থামো—পত্রপাঠ অল্পক্ষণের নিমিত্ত একবার বন্ধ ক'রে আগে মনে মনে ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি, আমি তোমাকে কত ঘৃণা করি! কেমন মেয়ে আমি!

আমি ভাবিয়াছিলাম, আঁধারে আঁধারে—গোপনে আমার এই কার্য্য সিদ্ধ করিব; তাহা হইল না। আমি জীবিত আছি, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ। পারিয়াছ? ক্ষতি কি?

আমি ভয় পাইবার—জুজু দেখিয়া আঁৎকে উঠিবার মেয়ে নহি! এ জুমেলিয়া! তোমাকে এক নিমেষে সাত-সমুদ্র তের-নদীর জল আস্বাদন করাইয়া আনিতে পারি।

গোয়েন্দা মহাশয় গো, এ বড় শক্ত মেয়ের পাল্লা—বড় শক্ত! বুঝিয়া-সুঝিয়া সুবিধা-মত কাজে হাত দিলে ভাল করিতে। তুমি কি করিবে? তোমার পত্নীর বৈধব্য যে অবশ্যম্ভাবী।

জুমেলিয়া কেমন তোমাকে কাণে ধরিয়া ঘুরপাক খাওয়াইতেছে, বুঝিতে পারিতেছ কি? তা' কি আর পার নাই?

আর বেশি দিন ঘুরিতে হইবে না—শীঘ্রই মরিবে—যমপুরী আলো করিবে। কেন বাপু, প্রাণটি খোয়াইতে জুমেলিয়ার সঙ্গে লাগিয়াছিলে? এই বেলা উইল-পত্র যাহা করিতে হয়, করিয়া ফেল। চিত্রগুপ্তের তালিকা-বহিতে তোমার নাম উঠিয়াছে।

যখন তুমি আর তোমার দুই-চারিজন বন্ধু আমার গোর্ খুঁড়ে শবাধার বাহির কর, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ আমি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হই; গোপনে তোমাদের সকল কার্য্যই দেখিয়াছি সকল কথাই শুনিয়াছি।

কেমন করিয়া তুমি আমার এ গুপ্তচক্র ভেদ করিতে পারিলে—কেমন করিয়া তুমি গুপ্তসংবাদ জানিতে পারিয়াছিলে, তাহা আমি জানি না; কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ফিরোজা বিবির বাড়ীর ঠিকানা অনুসন্ধানে তোমরা পাইবে, এবং তাতে আমি কোথায় থাকিব, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

দেবেন্, তুমি ধূর্ত্ত বটে! বুদ্ধিমান্ বটে! যদি তুমি সৎপথাবলম্বী না হইতে, যদি তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়া এমন নির্ব্বোধ না হইতে, আমি তোমাকে সত্য বল্‌ছি, তোমার এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস্‌তেম।

ডাক্তার ফুলসাহেব ছাড়া আমার সমকক্ষ হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও দেখি নাই; কেবল তোমাকেই এক্ষণে দেখিতেছি. তা' বলিয়া তোমাকে আমি ভয় করিয়া চলি না—চলিবও না। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জুমেলিয়া ভয় পাইবার মেয়ে নয়।

ফুলসাহেব বয়সে বড় ছিলেন; তুমি যুবা বটে, কিন্তু বড় ধর্ম্মভীরু। কী ভ্রম, তোমাকে ভালবাসিতে আমার প্রাণ চায়; চাহিলে হইবে কি, তুমি যা' চাহিবে, তা' আমি জানি; তুমি যে আমাকে

ভালবাসিবে না—তা আমি জানি, তাই ত তোমার উপরে আমার এত ঘৃণা।

জুমেলিয়া শুধু ঘৃণা করিতে জানে না—জুমেলিয়া শুধু হিংসা করিতে জানে না—জুমেলিয়া শুধু শঠতা করিতে জানে না—জুমেলিয়া প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেও জানে। যদি তুমি আমার প্রতি একবার প্রেম-কটাক্ষপাত করিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে, জুমেলিয়া কেমন প্রাণ সঁপিয়া ভালবাসিতে জানে, কেমন সোহাগ করিতে জানে, কেমন আদর করিতে জানে, কেমন স্বর্গীয় সুখসাগরে প্রেমিককে ভাসাইতে জানে; বুঝিতে পারিতে, জুমেলিয়ার মুখচুম্বনে কত সুখ পাওয়া যায়! জুমেলিয়ার বুকে বুক রাখিলে কেমন তৃপ্তি হয়।

তুমি আমাকে মনোরমার বিষয়-সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

আমি তোমাকে ঘৃণা করি—তোমার স্ত্রীকে ঘৃণা করি—শচীন্দ্রকে ঘৃণা করি—শ্রীশচন্দ্রকে ঘৃণা করি—মনোরমাকে ঘৃণা করি আরও দুই-চারি জনকে ঘৃণা করি।

তুমি আমাকে ভাল রকমে জান, আমি কোন্ অভিপ্রায়ে এত কথা লিখিতেছি, মনে মনে বুঝিয়া দেখিয়ো।

যাহাদের আমি ঘৃণা করি, তাহারা শীঘ্রই মরিবে।

আমি আমার বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বেশ একটা সদুপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি; যে সময়ে তোমাকে এই পত্র দ্বারা সতর্ক করা হইতেছে, সেই সময়ের মধ্যেই জুমেলিয়ার কাছে তুমি পরাজিত হইলে। সদা সাবধান থাকিয়ো।

আমি তোমার নারী-অরি

জুমেলা।"

নবম পরিচ্ছেদ

কুসংবাদ

পত্রের একস্থানে লিখিত আছে, জুমেলিয়ার প্রাগুক্ত পত্রপাঠ-সময়ের মধ্যেই দেবেন্দ্রবিজয় তাহার নিকটে পরাজিত হইয়াছেন। জুমেলিয়া যদিও মানবী—কিন্তু তাহার কল্পনায়—তাহার অভিরুচিতে—তাহার আচরণে—সে পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী।

দেবেন্দ্রবিজয় নিজের জন্য ভীত নহেন, তাঁহার স্নেহাস্পদগণের জন্য তিনি চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত।

কে জানে, জুমেলিয়া এক্ষণে কাহাকে আক্রমণ করিবে? কাহাকে সে প্রথম লক্ষ্য করিবে? দেবেন্দ্রবিজয় পকেটে পত্রখানি রাখিয়া গৃহাভি-মুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন।

বাটীর সদর দরজায় শ্রীশচন্দ্র দণ্ডায়মান ছিল, দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিয়া তাহার নয়নদ্বয় আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রবিজয় তাহা দেখিতে পাইলেন; জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীশ! তুমি এখানে? ব্যাপার কি?"

শ্রীশচন্দ্র উত্তরে কহিল, "যাই হ'ক্, আপনাকে দেখে এখন ভরসা হ'ল, মাষ্টার মশাই, বড়ই ভাবনা হচ্ছিল; মনে করেছিলাম না জানি, কী সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

দেবেন্দ্র। কে'ন, এ কথা বলিতেছ কে'ন? কি হইয়াছে?

শ্রীশ। শুন্‌লেম, আপনাকে নাকি কে বিষ খাইয়েছে—আপনার জীবনের আশা নাই।

দে। কে এ সংবাদ দিল? কতক্ষণ এ সংবাদ পেয়েছ?

শ্রী। কে'ন? প্রায় দুইঘণ্টা হবে।

দে। কে এ সংবাদ দিয়েছে ?

শ্রী। একজন পাহারাওয়ালা।

দে। সংবাদটা কি ?

শ্রী। পাহারাওয়ালাটা এসে বল্‌লে, কে একটা মেয়ে মানুষ আপনাকে বিষ খাইয়েছে ; আপনি অজ্ঞান হ'য়ে থানায় প'ড়ে আছেন ; আপনার তাতে জীবনসংশয় ভেবে সেখানকার সকলেই ভয় পেয়েছে, সেইজন্য সে তাড়াতাড়ি মামী-মাকে * নিয়ে যেতে এসেছিল।

দে। কোথায় যেতে হবে ?

শ্রী। থানায়।

দে। তার সঙ্গে তিনি গেছেন ?

শ্রী। না।

দে। ধন্য ঈশ্বর।

শ্রী। মামী মা তখনই তার সঙ্গে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে শচী দাদা এসে পড়েন।

দে। ঠিক সেই সময়ে ?

শ্রী। হাঁ।

দে। ভাল, তার পর ?

শ্রী। শচী দাদা এসে বল্‌লেন, তিনিই আপনাকে দেখ্‌তে যাবেন। মামী-মা তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন।

দে। তার পর ?

শ্রী। তিনি মামী-মার কথায় কাণ দিলেন না।

---

* শ্রীশচন্দ্র দেবেন্দ্রবিজয়ের পত্নী রেবতীকে শচীন্দ্রের ন্যায় মামী-মা বলিয়া ডাকিত।

দে। [সহর্ষে] শচীন্দ্র ভাল করেছে—বুদ্ধিমান্ ছোক্‌রা—বুদ্ধির কাজই করেছে।

শ্রী। তিনি বল্‌লেন, 'আমি আগে যাই, তাতে যদি মামা-বাবু আপনাকে নিয়ে যেতে বলেন, আমি খবর পাঠাব'। এ কথা মামী-মা কিছুতেই শুনিবেন না; শেষে শচী দাদা অনেক ক'রে বুঝিয়ে রেখে একাই চ'লে গেলেন।

দে। যা' হউক, বিপদ্‌টা ভালয় ভালয় কেটে গেছে; তোমার মামী-মাকে গিয়ে বল, আমি এসেছি।

শ্রী। কই, এখনও মামী-মা ফিরে আসেন নি।

দে। [সবিস্ময়ে] ফিরে আসেন নি কি!

শ্রী। না, মাষ্টার মহাশয়।

দে। কোথায় গেলেন তিনি?

শ্রী। আপনাকে দেখ্‌তে।

দে। আমাকে দেখ্‌তে! এই না তুমি আমাকে বল্‌লে, শচীন্দ্রের নিকট হ'তে কোন খবর না এলে তিনি যাবেন না?

শ্রী। হাঁ, তা'ত বল্‌লেম।

দে। [ব্যগ্রভাবে] তবে আবার তুমি এ কি বল্‌ছ?

শ্রী। শচী দাদা ত লোক পাঠিয়েছিলেন।

দে। [সাশ্চর্য্যে] অ্যাঁ!

শ্রী। তিনি ত মামী-মাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন।

দে। কতক্ষণ?

শ্রী। প্রায় একঘণ্টা হ'ল।

দে। [উদ্বেগে] অ্যাঁ। তার পর—তার পর? শ্রীশ, বল—বল, শীঘ্র বল—

যা'জান তুমি শীঘ্র বল—কে এসেছিল? খবর নিয়ে কে আবার এসেছিল।

শ্রী। পাহারাওয়ালা।

দে। যে আগে এসেছিল সে-ই?

শ্রী। হাঁ, সে-ই।

দে। তুমি জান তাকে?

শ্রী। না।

দে। কি লোক সে?

শ্রী। মুসলমান।

দে। সে ফিরে এসে কি বল্‌লে?

শ্রী। কি বল্‌বে? কিছুই না।

দে। ভাল, তার পর?

শ্রী। একখানা চিঠি এনেছিল।

দে। শচীন্দ্রের নিকট হ'তে?

শ্রী। হাঁ।

দে। তুমি সে চিঠি দেখেছ?

শ্রী। আমার কাছে সেখানা আছে।

দে। কই, কই দাও দেখি।

শ্রী। এই নিন্। [পত্র প্রদান]

দেবেন্দ্রবিজয় সেই কাগজের টুকরাখানি লইয়া তখনই পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল;—

"মামী-মা! পত্র পাইবামাত্র আসিবেন; আপনার জন্য একখানা গাড়ী পাঠাইলাম—মামা-বাবুর অবস্থা বড় মন্দ।

শচীন্দ্র"

দশম পরিচ্ছেদ

"৩৫"

দেবেন্দ্রবিজয় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; বিস্ময়, ক্রোধ ও আশঙ্কা যুগপৎ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল; এখনকার মত যন্ত্রণাময়, ভীষণ অবস্থা তিনি জীবনে আর কখনও ভোগ করেন নাই।

দেবেন্দ্রবিজয় কিঞ্চিৎ চিন্তার পর কহিলেন, "শ্রীশ, সে গাড়ীখানা তুমি দেখেছ?"

শ্রীশচন্দ্র কহিল, "হাঁ, দেখেছি, গাড়ীখানা একেবারে বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।"

"শচীন্দ্র প্রায় দুই ঘণ্টা গেছে?"

"হাঁ, দুই ঘণ্টা বেশ হবে।"

"তোমার মামী-মা একঘণ্টা গেছেন?"

"হাঁ।"

"কোথায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি জান্‌তেন?

"থানায়।"

"যেখানে শচীন্দ্র গেছে?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"শচীন্দ্র কি যাবার সময় গাড়ীতে গিয়াছিল?"

"না, মহাশয়।"

"শচীন্দ্র যখন যায়, তখন পাহারাওয়ালা সঙ্গে গাড়ী আনে নাই?"

"না, গাড়ী দেখি নাই।"

"তবে হাঁটিয়া গিয়াছে?"

হাঁ, তিনি দৌড়ে আপনাকে দেখ্‌তে গেলেন"

"সে পাহারাওয়ালাও তখনই সঙ্গে ফিরে গিয়েছিল কি?"

"আজ্ঞে, গিয়েছিল।"

"শচীন্দ্রের সঙ্গে গিয়েছিল ?"

"না মাষ্টার মহাশয়, পাহারাওয়ালা অন্য পথ দিয়ে ছুটে গে'ল।"

"তুমি সে পাহারাওয়ালার কত নম্বর জান ?"

"জানি, ৩৫।"

"এখন যদি তুমি সে লোকটাকে দেখ, চিন্‌তে পার ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে তুমি এখনই থানায় যাও, আমার নাম ক'রে রামকৃষ্ণ বাবুকে বল যে, আমি এখনই পঁয়ত্রিশ নম্বরের পাহারাওয়ালাকে চাই। তিনি তোমার সঙ্গে যেন তাকে পাঠান্।"

তখনই শ্রীশচন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে থানার দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্রবিজয় বহির্ব্বাটীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সম্মুখীন ভীষণ বিপদে হঠাৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কার্য্য সফল হওয়া দূরে থাক্, বরং ইষ্ট করিতে বিষময় ফল প্রসব করিবে, তাহা দেবেন্দ্রবিজয় বুঝিলেন।

এখন তাঁহাকে ধীর ও সংযতচিত্তে একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। রেবতীকে যে জুমেলিয়া অপহরণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে দেবেন্দ্রবিজয়ের তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এইজন্য কি জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে পত্রে জানাইয়াছিল যে, তাঁহার পত্রপাঠ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি পরাজিত হইলেন ? রেবতী গোয়েন্দা-পত্নী—তাঁহাকে গৃহের বাহির করা বড় সহজ ব্যাপার নহে—অবলীলায় সমাধা হইবারও নহে, জুমেলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছে—অতি কৌশলপূর্ণ চাতুরীর খেলা খেলিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ

"I hold the world, but as a world Gratiano
A stage, where every man must play a part."
Shakespear—"The Merchant of Venice"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধানে

রেবতী যতই কেন বুদ্ধিমতী হউন না, জুমেলিয়ার প্রতারণা-জাল ছিন্ন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। যে লোক সংবাদ আনিয়াছিল, সে পাহারাওয়ালা—পুলিশের লোক—বিশেষতঃ সেখানকার থানার ও রামকৃষ্ণ বাবুর তাঁবের; তাহাকে রেবতী কি প্রকারে সন্দেহ করিবেন? যদি সন্দেহের কিছু থাকিত, শচীন্দ্র পূর্ব্বেই ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সংবাদ জানাইত; কিন্তু তাহা না করিয়া সেই শচীন্দ্রই যখন তাঁহাকে যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছে, তখন আর রেবতীর অবিশ্বাসের কারণ কোথায়?

আরও একটা বিশেষ চিন্তায় দেবেন্দ্রবিজয়ের মস্তিষ্ক একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিল; শচীন্দ্র এখনও ফিরিল না কেন, জুমেলিয়া কি প্রকারে তাহার প্রত্যাগমনে বাধা ঘটাইল?

পত্রখানি—যাহা শচীন্দ্রের লিখিত বলিয়া স্থিরীকৃত, সম্পূর্ণরূপে জাল; অবিকল শচীন্দ্রের হস্তলিপি, রেবতী তাহাতে সহজেই প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। যাহাতে সামান্যমাত্র সন্দেহের সম্ভাবনা না থাকে, এইজন্য ষড়্যন্ত্রকারীরা শচীন্দ্রের প্রস্থানের পর আরও এক-ঘণ্টা সময় অপেক্ষা করিয়া, শচীন্দ্রের নামে জাল-পত্র লিখিয়া আনিয়া রেবতীর হস্তে অর্পণ করিয়া থাকিবে।

কী ভয়ানক জটিল চাতুরী!—এখন—এমন সময়ে—এই বিপৎকালে দেবেন্দ্রবিজয় অপেক্ষা করিয়া থাকা ভিন্ন আর কি করিবেন? গায়ের জোরে রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইলেই বা কি হইবে—কি উপকার

দর্শিবে? কাহাকে উপায় জিজ্ঞাসিবেন? দেবেন্দ্রবিজয় অপেক্ষা আর কে এ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত আছে?

কাজেই তখন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে এবং কি করিবেন, তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইল।

দেবেন্দ্রবিজয় ভাবিতে লাগিলেন, "অসম্ভব! শচীন্দ্রকে জুমেলিয়া এই দিনের বেলায় কখনই নিজের করায়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই, অন্য কোন কৌশলে তাকে মিথ্যানুসরণে দূরে ফেলেছে; তাই সে এখনও ফিরে নাই; পিশাচী জুমেলিয়া সহজে স্বকার্য্য সমাধা করেছে; আপাততঃ কোন সুবিধার অপেক্ষায় থাকা আমার কর্ত্তব্য।"

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীশচন্দ্র ৩৫নং পাহারাওয়ালাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইল।

দেবেন্দ্রবিজয় সেই পাহারাওয়ালাকে "তুমি এইখানে বস; এখনই আমি আস্‌ছি." বলিয়া শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীশ, কি বুঝ্‌লে?

"এ সে-লোক নয়।"

"আমিও তা জানি।"

"এর নাম আব্‌তুল।"

"তুমি একে চেন কি?"

"ভাল রকম চিনি, ছেলেবেলা থেকে ওকে দেখে আস্‌ছি।"

"চেষ্টা কর্‌লে তোমার উপরে কিছু চালাকি চালাতে পারে কি?"

"না।"

*　　*　　*　　*　　*

দেবেন্দ্রবিজয় বৈঠকখানাগৃহে তখনই ফিরিলেন। পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আব্‌তুল, আড়াই-ঘণ্টা পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বাড়ীতে মশাই।"

"কোথায় তোমার বাড়ী ?"

"এই রাজার বাগানে।"

"আজ কোন জিনিষ কি তুমি হারিয়েছ ;"

"হাঁ মহাশয়, আমার চাপ্‌রাসখানা।"

"কখন—কেমন ক'রে হারালে ?"

"তখন আমি ঘুমুচ্ছিলেম, একজন লোক এসে আমার স্ত্রীর নিকটে চাপ্‌রাসখানা চায়, তাতে আমার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ চাপ্‌রাস ?"

"যেখানা পাহারাওয়ালা সাহেব মেরামত কর্‌তে দিবে বলেছিল।"

"তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন', আমার স্ত্রী তাকে বলে।"

"তাতে সে বলে আজ আমার হাত খালি আছে, চাপ্‌রাসখানা ঠিক-ঠাক্ ক'রে ফেল্‌ব ; এর পর পেরে উঠ্‌ব না ; আজ সন্ধ্যার পরেই অনেক কাজ আস্‌বে ; চাপ্‌রাস কি—একমাস আমি আর কোন কাজ হাতে কর্‌তে পার্‌ব না ; যদি পার, খুঁজে বে'র ক'রে এনে দাও, দু'-ঘণ্টার মধ্যে আমি ঠিক ক'রে দিয়ে যাব।' আমার স্ত্রী তাকে তখন আমার চাপ্‌রাসখানা বে'র ক'রে দেয়।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, ইহার মধ্যে তুমি কোন লোককে তোমার চাপ্‌রাস মেরামতের কথা বলেছিলে ?"

পাহারাওয়ালা। হাঁ। এ বড় মজার কথা দেখ্‌ছি !

দেবেন্দ্র। কি-রকম ?

পা। তার পর আমার যখন ঘুম ভাঙে, আমার স্ত্রী আমাকে সকল কথাই বল্‌লে। কিছুদিন হ'ল, আমি নীলু মিস্ত্রীকে চাপ্‌রাসটা পালিস

ক'রে দিতে বলেছিলাম, তাতে ভাব্‌লেম, নীলু মিস্ত্রীই চাপ্‌রাস-খানা নিয়ে গে'ছে।

দে। ভাল, তারপর?

পা। আমি তখনই নীলু মিস্ত্রীর কাছে যাই, সে আমার কথা শুনে একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; চাপ্‌রাসের কথা সে কিছুই জানে না।

দে। যে লোকটা তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে চাপ্‌রাসখানা নিয়ে গিয়েছিল, তার চেহারা কেমন—তোমার স্ত্রী সে-বিষয়ে কিছু বল্‌তে পারে?

পা। তাই ত বল্‌ছি মশাই, বড়ই মজার কথা! আমি তাকে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে যে চেহারার কথা বল্‌লে, তাতে নীলু মিস্ত্রীকেই বেশ বুঝায়।

দে। তুমি এখন কি বুঝ্‌ছ?

পা। বুঝ্‌ব আর কি? আমি দশ বৎসর নীলু মিস্ত্রীকে দেখে আস্‌ছি, সে খুব ভাল লোক; সে যেকালে কালীর দোহাই দিয়ে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বল্‌লে, সে আমার চাপ্‌রাসের কথা কিছুই জানে না, তাতে তার কথা আমি কি ক'রে অবিশ্বাস করি?

দে। তোমার স্ত্রীর নিকট হ'তে চাপ্‌রাসখানা কেউ ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে ব'লে বোধ হয় কি?

পা। হাঁ, তাই এখন আমার বেশ বোধ হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রের প্রবেশ

দেবেন্দ্রবিজয় তখনই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন; বুঝিলেন, শচীন্দ্রের অপেক্ষায় আর বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ নহে।

যখন তিনি আবশ্যক-মত ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, হঠাৎ বহির্দ্বারে ঝনাৎ করিয়া কি একটা শব্দ হইল; কে যেন সজোরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল—তৎপরে অতিদ্রুত পদশব্দ। দেবেন্দ্রবিজয় বুঝিলেন, সে পদশব্দ শচীন্দ্রের। তখন শচীন্দ্র অতিদ্রুত সোপানারোহণ করিতেছে। দেবেন্দ্রবিজয় তাহার দুই হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন; জিজ্ঞাসিলেন, "শচীন্দ্র, ব্যাপার কি! কি হয়েছিল তোমার?

শচীন্দ্র। এতক্ষণ আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম; একটা লোক পিছন দিক্ থেকে আমায় লাঠি মারে।

দেবেন্দ্র। কখন, কোথায়?

শ। পদ্মপুকুরের বড় রাস্তা ছেড়ে যেমন জেলে-পাড়ার ভিতর ঢুকেছি।

দে। কোথায় লাঠি মেরেছে?

শ। মাথার উপরে।

দে। কে মেরেছে, জানো?

শ। আমি তাকে দেখি নি, তখন সেখানে যারা ছিল, তাদের মুখে শুন্‌লেম, একজন মুসলমান।

দে। সে পালিয়েছে?

শ। হাঁ।

দে। কোথায় লাঠী মেরেছে দেখি, মাথা কেটে যায় নাই ত?

শ। না, উপরকার চাম্‌ড়া একটু কেটে গিয়ে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে। আঘাত সাঙ্ঘাতিক নয়—ব্রজেন ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীর সম্মুখে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি; ডাক্তার-বাবু তখন তথায় ছিলেন। আমাকে তখনই তাঁর ডিস্পেন্সারীতে তুলে নিয়ে গিয়ে যেখানটা কেটে

গিয়েছিল, সেখানটায় ঔষধ দিয়ে রক্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। যা'ই হ'ক, মামী-ম'র জন্যই আমার সন্ধান নিতে যাওয়া—মামী-মা কোথায়?

দে। মাই—বাড়ীতে নাই!

শ। সে কি!

দে। ষড়্‌যন্ত্রকারীরা আবার লোক পাঠিয়েছিল; তোমার নাম জাল ক'রে একখানা পত্র লিখে পাঠায়।

শ। তবে মামী-মা কি আবার জুমেলিয়ার হাতে পড়েছে?

দে। জুমেলিয়া ভিন্ন কে আর এমন সাহস কর্‌বে? কার সাহস্ হবে? কে আর দেবেন্দ্রের উপর এমন চাতুরীর খেলা খেলতে পারে? আমি এখনই চললেম।

শ। কোথায়?

দে। রাজার বাগানে নীলু মিস্ত্রীর বাড়ীতে।

শ। সেখানে কেন, মামা-বাবু? কি হয়েছে—আমায় সব কথা ভেঙে বলুন।

দে। আব্‌দুল পাহারাওয়ালার চাপ্‌রাস চুরি গেছে। নীলু মিস্ত্রীকে সে চাপ্‌রাস পালিস কর্‌তে দিব বলেছিল; তার অজ্ঞাতে তার স্ত্রীর কাছ থেকে নীলু মিস্ত্রী সে চাপ্‌রাস চেয়ে নিয়ে যায়; এখন অস্বীকার কর্‌ছে—এখন আমাকে—

দেবেন্দ্রবিজয়ের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সদর দ্বরজায় আবার একটা উচ্চ শব্দে আঘাত হইল; তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া শ্রীশচন্দ্র একখানি পত্র-হস্তে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, পত্রখানি সে দেবেন্দ্রবিজয়ের হাতে দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমেলিয়ার দ্বিতীর পত্র

দেবেন্দ্রবিজয় তখনই সেই পত্র পাঠ করিলেন ;—

"**দেবেন্দ্রবিজয় !**

তোমার স্ত্রী এখন আমার হাতে পড়িয়াছে। আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি কি না, তাহা এখন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। সে এখন আমার কোন ঔষধ—কোন দ্রব্যগুণে অচেতন হইয়া আছে ; যদি যথাসময়ে ঠিক সেই ঔষধের কাটান্ ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীর কোন ক্ষতি হইবে না। তার জীবন ও মৃত্যু তোমার হাতে ; তুমি জান—তুমি বলিতে পার, সে বাঁচিবে কি মরিবে।

যদি এখন আমি তাহাকে তাহার সেই অজ্ঞান অবস্থায় তোমার হাতে দিই ; কোন ডাক্তার, কোন কবিরাজ, যত নামজাদা ভাল চিকিৎসক হউক না কেন, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। সকলেই তাহাকে মৃত বলিয়াই বিবেচনা করিবে—কিন্তু সে জীবিত আছে।

তোমার নিকটে আমার এক প্রস্তাব আছে ; আমি জানি, তোমার কথা তুমি ঠিক বজায় রাখিয়া থাক ও রাখিতে পার। প্রস্তাব কি—পরে জানিতে পারিবে ; আমার প্রাণের ভিতরে এখন আশা ও নৈরাশ্য উভয়ে মিলিয়া উৎপাত করিতেছে।

অদ্যরাত্রি ঠিক এগারটার পর বালিগঞ্জের বাগান-বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিবে ; লাহিড়ীদের বাগান, বাগানের পশ্চিম প্রান্তে যে কাঠের ঘর আছে, সেইখানে সাক্ষাৎ করিবে। আসিবার সময়ে সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়ো না ; আমার সঙ্গে দেখা হইলে বিনাবাক্যব্যয়ে আমার

অনুসরণ করিবে; যেখানে আমি তোমাকে লইয়া যাইব, তোমাকে যাইতে হইবে; ইচ্ছা আছে, তোমার পত্নীকে মুক্তি দিবার জন্য একটা সুপরামর্শ ও সন্ধি স্থির করিব।

যদি তুমি অপর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া এস, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—আমাকে দেখিতে পাইবে না; যদি তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে কি আমার কোন ক্ষতি করিতে চেষ্টা কর, তোমার স্ত্রী অসহায় অবস্থায় অতিশয় যন্ত্রণা পাইয়া দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরিবে; কেহই তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না; ইতোমধ্যে যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তোমার স্ত্রীর মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে—তুমি আমাকে জান।

যেখানে যখন সাক্ষাৎ করিতে লিখিলাম, আমি ঠিক সেই সময়ে তোমার সহিত একা আসিয়া দেখা করিব। তোমার নিকটে আমি যে প্রস্তাব করিব, তাহাতে যদি তুমি অসম্মত হও, শেষ ফল কি ঘটে, জানিতে পারিবে। আমি তোমায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটিবে না। তুমি একাকী আসিয়ো, আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। আমার যাহা অনুরোধ, তোমার নিকটে বলা হইল, তাহাতে তুমি সম্মত হও বা না হও, স্বচ্ছন্দে তোমার নিজের বাড়ীতে তুমি ফিরিবে। যতক্ষণ না তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া যাও, ততক্ষণ জুমেলিয়া তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে না। তুমি গৃহে উপস্থিত হইলে—যেমন এখন আছ—তোমার যেমন অবস্থা হইতে তোমাকে আমি ডাকিতেছি, যতক্ষণ ঠিক তেমন অবস্থায় না ফিরিবে, ততক্ষণ জুমেলিয়া চুপ্ করিয়া থাকিবে—তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না। এমন কি অপর কোন শত্রু কর্ত্তৃক যদি তোমার একটি কেশের অপচয় ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখে, জুমেলিয়া প্রাণপণে তাহাও হইতে দিবেনা।

তুমিই এখন তোমার পত্নীর জীবন রক্ষা করিতে পার; কি প্রকারে পার, তাহা এখন বলিব না; রাত এগারটার পর দেখা করিলে বলিব।

স্মরণ থাকে যেন, তোমার স্ত্রী এখন বাইশ হাত জলে পড়িয়াছে।

তুমি আমাকে জান—

জুমেলা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

* * * *

পত্রপাঠ সমাপ্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল—মলিন মুখ আরও মলিন হইয়া পড়িল; শ্রীশচন্দ্রকে দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীশ, এ পত্র তুমি কোথায় পাইলে?

শ্রীশ। বাড়ীর সাম্‌নে।

দেবেন্দ্র। কে দিয়েছে?

শ্রী। একটা ছোঁড়া।

দে। সে কোথায় পাইল, জিজ্ঞাসা করেছিলে?

শ্রী। হাঁ, সে বল্‌লে, একটা বুড়ী এসে তার হাতে পত্রখানা দিয়ে আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেয়; বুড়ী তাকে একটা চক্‌চকে টাকা দিয়ে গে'ছে।

দে। আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

শ্রীশচন্দ্র প্রস্থান করিল।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "পত্রখানি পড়িয়া দে'খ।"

শচীন্দ্র মনে মনে পত্রখানি আগাগোড়া পড়িয়া লইল। তৎপরে জিজ্ঞাসিল, "মামা-বাবু, আপনি কি তবে সেখানে যাবেন?"

"হাঁ, যাইতে হইবে বই কি।"

"যাইয়া কি করিবেন ?"

"না যাইয়াই বা করিব কি ?"

"যাইয়াই বা করিবেন কি ?"

"জুমেলিয়া পত্রে সত্যকথাই লিখেছে।"

"এ সত্য, তার অন্যান্য সত্যের ন্যায়।"

"আমার বিশ্বাস, এবার সে পত্রে সত্যকথাই লিখেছে।"

"তবে আপনি যাইবেন ?

"হাঁ।"

"সে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আপনাকে হত্যা করিবে ?"

"হাঁ, তা' আমি জানি—মনে আছে।"

"শুধু আপনাকে নয়, মামী-মাকে, শ্রীশকে আর আমাকে।"

"হাঁ।"

"মামা-বাবু, এ আবার জুমেলিয়ার নূতন ফাঁদ ; এ ফাঁদে মামী-মাকে আর আপনাকে সে আগে ফেলিতে চায়।"

"এ কথা আমি বিশ্বাস করি।"

"তথাপি আপনি যাইবেন ?"

"তথাপি আমি যাইব।"

"আমাকে সঙ্গে লইবেন না ?"

"না।"

"কে'ন ?"

"তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারিব না।"

"সে অভিপ্রায় কি ?"

"সময়ে সব জানিতে পারিবে, এখন এই যথেষ্ট ; তবে এইটুকু জানিয়া

রাখ, ডাকিনী আমাকে ডাকে নাই, নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়াছে—তার দিন ফুরাইয়াছে।"

"মামা-বাবু, আপনি তার প্রস্তাবে সম্মত হবেন?"

"কি তার প্রস্তাব, আগে জানি; তার পর সে বিষয়ের মীমাংসা হবে।"

"আমি এখন কি করিব?"

"কিছুই না।"

"বড় শক্ত কাজ!"

"তা' আমি জানি; থাম—বল্‌ছি।"

"বলুন।"

"সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে, তুমি ভিক্ষুকের বেশে ঐ বাগানের ভিতরে যাবে; যে কাঠের ঘরের কথা পত্রে আছে, সেই ঘরের কাছে কোন গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে; দেখিবে, কে কি করে, কে কোথায় যায়। খুব সাবধান, কেউ যেন তোমায় দেখিতে না পায়। আমি রাত এগারটার সময় যাইব।"

"নিরস্ত্র অবস্থায় যাবেন কি?"

"অস্ত্রছাড়া তোমার মামা-বাবু কখনও বাড়ীর বাহির হ'ন্ নাই—হবেনও না। আমি জুমেলিয়ার অনুসরণ করিব, তুমিও অলক্ষ্যে আমার অনুসরণ করিবে। কিন্তু দেখিয়ো—খুব সাবধান, যেন তোমাকে তখন সে দেখিতে না পায়। আমি যাইবার সময়ে পকেটে করিয়া কতকগুলি ধান লইয়া যাইব, যে পথে যাইব, সেই পথে আমি সেগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে যাইব; সেগুলি ফেলিবার সময়ে বড় একটা শব্দ হ'বার সম্ভাবনা নাই; তুমি সেই ধানগুলির অনুসরণ করবে, তাহা হইলে আমার অনুসরণ করা হবে।"

"বেশ—বেশ!"

"জুমেলিয়া বড় সতর্ক—বড়ই চতুর; সে নিজের পথ আগে ভাল রকম পরিষ্কার না রেখে এ পথে পা দেয় নাই; আগে সে বুঝেছে তার বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই, তার পর আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে। সে জানে, একবার আমার হাতে পড়িলে তাহার নিস্তার নাই; একবিন্দু দয়াও সে আমার কাছে আশা করিতে পারিবে না তোমার এখন কাজ হইতেছে, তুমি দেখিবে, সে আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে; কে এখন তার সহযোগী হইয়াছে। আমার কথামত ধান দেখিয়া আমার সন্ধান লইবে; যখন সন্ধান পাইবে—যেখানে আমি থাকিব, জানিতে পারিবে, তখন তথায় অপেক্ষা করিবে; যতক্ষণ না আমি তোমাকে ইঙ্গিতে জানাই, ততক্ষণ অপেক্ষা করিবে।"

"কিরূপে ইঙ্গিত করিবেন?"

"যখন উপর্য্যুপরি দুইবার পিস্তলের আওয়াজ হইবে, তখনই তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি পিস্তলের শব্দ শুনিতে না পাও, ততক্ষণ তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল অপেক্ষায় থাকিবে।"

"বেশ, আমি আপনার আদেশমতই কাজ করিব।"

"শচী! আমাদের জীবনের এ বড় সহজ উদ্যম নয়; এ উদ্যম বিফল হ'লে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। এ পর্য্যন্ত আমরা যত ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সকলের অপেক্ষা এখন বেশি পরিশ্রম—বেশি বুদ্ধি—বেশি কৌশল আবশ্যক করে। তোমার মামী-মার জীবন ত এখন সঙ্কটাপন্ন; এমন কি, আমার প্রাণও আজিকার রাত্রির কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে; প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অথচ স্বেচ্ছায় সে কার্য্য আমাদিগকে যে প্রকারে হউক, মাথা পাতিয়া

লইতে হইবে। আর শচী, যদি সে নারী-দানবী আমাকে পরাস্ত করে—আমার প্রাণনাশ করে, তুমি রহিলে, তুমি প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে; তোমার হাতে তখন আমার সকল কর্ত্তব্য অর্পিত হইবে। যাও শচী, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। যাও শচী, আমার কথাগুলি যেন বেশ স্মরণ থাকে; সেগুলি যেন ঠিক পালন করতে পার, আর যদি তেমায় আমায় আর এ জীবনে সাক্ষাৎ না ঘটে, ভাল;—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আছেন, তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন--তিনি তোমার সহায় হইবেন—তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন—যাও শচী।"

শচীন্দ্র ম্লানমুখে—আর কোন কথা না বলিয়া—নয়নপ্রান্তের অশ্রু মুছিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাতে

সেই দিবস রাত্রি সাড়ে দশটার পর দেবেন্দ্রবিজয় বাটী হইতে বাহির হইলেন। লাহিড়ীদের উদ্যানে উপস্থিত হইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। এগারটা বাজিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। দেবেন্দ্রবিজয় উদ্যানের পশ্চিমপ্রান্তের নির্দ্দিষ্ট ঘরের সান্নিধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহই তথায় নাই।

স্থানটী সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জন এবং নীরব। কেবল কদাচিৎমাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন বিহঙ্গের পক্ষস্পন্দনশব্দ—কোথায় ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ—অতি, দূরস্থ কুক্কুর-রব। বায়ু বহিতেছিল—দেহস্নিগ্ধকর, অতিমন্দ নিঃশব্দবায়ুমাত্র। যামিনী মধুরা, পূর্ণেন্দুবিভাসিতা, একান্ত শব্দমাত্র-

বিহীনা। মাধবী যামিনীর পরিষ্কৃত সুনীলগগনে স্নিগ্ধকিরণময় সুধাংশু নীরবে, ধীরে ধীরে নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি উত্তীর্ণ হইতেছিল

বৃক্ষমূলপার্শ্বে শচীন্দ্র লুকাইয়া ছিল ; দেবেন্দ্রবিজয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেই-দিকে পড়িল—শচীন্দ্রও তাহার মাতুল মহাশয়কে দেখিল। উভয়ে উভয়কে দেখিলেন, কেহ কোন কথা কহিলেন না, আবশ্যক বোধ করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণপরে—ঠিক যখন রাত্রি, এগারটা, দেবেন্দ্রবিজয় জ্যোৎস্না-লোকে কিয়দ্দূরে এক রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সে মূর্ত্তি তাঁহার দিকে অতি দ্রুতগতিতে আসিতেছে। দেবেন্দ্রবিজয় বুঝিলেন, সে মূর্ত্তি আর কাহারও নহে—সেই পিশাচী জুমেলিয়ার।

জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে দূর হইতে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসিল, "এই যে দেবেন্দ্র! এসেছ তুমি ?"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "হাঁ, এসেছি আমি।"

জুমেলিয়া। মনে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই ?

দে। না, কাহাকে ভয় করিব ?

জু। কেন, আমাকে ?

দে। তোমাকে ? না।

জু। তোমার মনে কি এখন কোন ভয় হইতেছে না ?

দে। না।

জু। তোমার নিজের কথা বল্‌ছি না ; অন্য কাহারও জন্য তোমার ভয় হ'তে পারে। হয়েছে কি ?

দে। জুমেলা, আমি তোমাকে ভয় করি না।

জু। সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে কি ?

দে। তুমি নিষেধ করিয়াছ।

জু। ঠিক উত্তর হইল না।

দে। হইতে পারে।

জু। তুমি কি সশস্ত্র ?

দে। তুমি ?

জু। হাঁ।

দে। তবে আমাকেও তাহাই জানিবে।

জু। কই, তা' হ'লে তুমি আমার কথামত কাজ কর নাই।

দে। তোমার কথামত আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—অস্ত্র থাক্ বা না থাক, তোমার সে কথায় এখন প্রয়োজন কি ? যখন আমার হাতে কোন অস্ত্র দেখিবে তখন জিজ্ঞাসা করিও।

জু। তুমি সঙ্গে অস্ত্র আনিয়াছ কেন ?

দে। আবশ্যক হইলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে বলিয়া।

জু। নির্ব্বোধ !

দে। নির্ব্বুদ্ধিতা আমার কি দেখিলে ?

জু। আমি কি পূর্ব্বে তোমায় বলি নাই—যদি তুমি আমার আদেশ মত কার্য্য না কর, তোমার স্ত্রী মরিবে ?

দে। হাঁ, ব'লেছিলে।

জু। তবে কেন তোমার এ মতিভ্রম হইল ? আমি যদি এখন এখান হইতে চলিয়া যাই—তুমি আমার কি করিবে ?

দে। মনে করিলেই এখন আর যাইতে পার না।

জু। কি করিবে ?

দে। এক পা সরিলে তোমাকে আমি হত্যা করিব।

জু। নির্ব্বোধ, আবার ?

দে। আবার কি ?

জু। তোমায় নিতান্ত মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে দেখিতেছি—আমাকে হত্যা করিলে তুমি তোমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা করিবে, স্মরণ আছে ?

দে। তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বনভূমিতে

"কর, তোমার পদতলে—তোমার নিকটস্থ গুপ্ত অসির সম্মুখে এই বুক পাতিয়া দিতেছি ; কোন্ অস্ত্র শাণিত করিয়া আনিয়াছ—জুমেলিয়ার বুকে বসাইয়া দাও। নির্দ্দয় দেবেন্—নিষ্ঠুর দেবেন্! সুন্দর বক্ষ অস্ত্রে বিদ্ধ করিতে, একজন স্ত্রীলোকের বক্ষ অস্ত্রদীর্ণ করিতে যদি তুমি কিছু-মাত্র কাতর না হও, তাহাতে যদি তোমার আনন্দ হয়—করো—পারো করো—এই তোমার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিলাম !"

এই বলিয়া জুমেলিয়া বক্ষের বসন ও কাঞ্চলী খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। জানু পাতিয়া বসিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের সমক্ষে সেই স্নিগ্ধ শশাঙ্ক করে কামদেবের লীলাক্ষেত্রতুল্য পীনোন্নত বক্ষ পাতিয়া দিল।

পাঠক ! একবার ভাবিয়া দেখুন, এ দৃশ্য কতদূর কল্পনাতীত ! মাথার উপরে নীলানন্ত নির্ম্মল গগনে থাকিয়া শশী অনন্তকিরণ প্লাবনে জগৎ ভাসাইয়া সুধাহাসি হাসিতেছিল ; কাছে—দূরে এখানে—ওখানে থাকিয়া নক্ষত্রগুলা ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বৃক্ষাবলীর অগ্রভাগারূঢ়পত্রগুলি ধীর-সমীরে হেলিতে-দুলিতেছিল ; নিম্নে—পার্শ্বে—পশ্চাতে—দূরে—অতিদূরে অনন্ত নিস্তব্ধতা ; সেই ঘোর নীরব-তার মধ্যে শশিকিরণে আভূমিপ্রণত শ্যামলতা নীরবে দুলিতেছিল ; নীরবে

"কি দেবেন, নীরব কেন? অস্ত্র বাহির কর; হাত উঠে না কেন?"

[মায়াবিনী—৫১ পৃষ্ঠা ।

লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল্লফুলদল বিকসিত ছিল। সেই নির্জ্জন, নীরব উদ্যানমধ্যে দেবেন্দ্রবিজয় দণ্ডায়মান; তাঁহার সম্মুখে—দৃষ্টিতলে অর্দ্ধবিবস্ত্রভাবে জুমেলিয়া চন্দ্রকরোজ্জ্বল অনাচ্ছাদিত পীনোন্নত পীবর বক্ষ পাতিয়া বসিয়া।

দেবেন্দ্রবিজয় বিচলিত হইলেন, বারেক সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; প্রত্যেক ধমনীর শোণিত-প্রবাহে যেন একটা অভূতপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক প্রবাহ মিশিয়া সর্ব্বাঙ্গে অতি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রবিজয় নীরবে রহিলেন।

* * * *

জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে নীরবে এবং কিছু-বা স্তম্ভিতভাবে থাকিতে দেখিয়া কহিল, "কি দেবেন্, নীরব কেন? অস্ত্র বাহির করো; হাত ওঠে না কেন? ওঃ! যতদূর তোমাকে আমি নিষ্ঠুর মনে করেছিলাম, এখন বুঝিতে পারিতেছি, ততদূর তুমি নও; তবে অস্ত্র সঙ্গে আনিয়াছ কেন?"

"সময়ে আবশ্যক হইলে সদ্ব্যবহার করিব বলিয়া।"

"বেশ, আপাততঃ তোমার নিকটে যে কোন অস্ত্র আছে, আমার হাতে দিতে পারো?"

"না।"

"তবে তোমার নিকটে আমার কোন প্রস্তাব নাই; তোমার সঙ্গে তবে আমার সন্ধি হইল না।"

"ক্ষতি কি?"

"তবে কি দেবেন্, তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিবে?"

"না, আমার কার্য্যসিদ্ধ করিতে আসিয়াছি।"

দেবেন্দ্রবিজয় এই কথাগুলি স্থির ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন। এ স্থৈর্য্য,

এ গাম্ভীর্য্য ঝটিকাপূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন স্থির ও গম্ভীরভাব ধারণ করে, তদনুরূপ।

জুমেলিয়া ইহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হইতে লাগিল; তাহার মনের ভাব তখন বাহিরে কিছু প্রকাশ পাইল না।

জুমেলিয়া বলিল, "থামো, আর এক কথা, এখন আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিবে?"

"কি, বলো?"

"তুমি আজ তোমার অস্ত্র ব্যবহার করিবে না?"

"যদি না করিতে হয়—করিব না।"

"কি জন্য তুমি অস্ত্র ব্যবহার করিবে, স্থির করিয়াছ?"

"তোমার পত্রে যে সকল কথা স্থিরীকৃত আছে, সেই সকলের মধ্যে যদি একটারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে।"

"এই জন্য?"

"হাঁ, আরও কারণ আছে।"

"কি, বলো।"

"যদি আমার স্ত্রীর জীবনরক্ষার্থে আবশ্যক হয়।"

"আবশ্যক হইবে না, আমি বলিতেছি—কোন আবশ্যক হইবে না, তোমার অস্ত্র ব্যবহারে তোমার স্ত্রীর জীবনরক্ষার্থে তুমি কোন ফল পাইবে না।"

"তা' হ'লে অস্ত্র ব্যবহার করিব না।"

"নিশ্চয়?"

"নিশ্চয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভিক্ষুক-বেশী

জুমেলিয়া। দেবেন্, কেহ তোমার সঙ্গে এসেছে?

দেবেন্দ্র। না, তোমার কথামত কাজই করা হয়েছে।

জু। শচীন্দ্র এ সকল বিষয়ের কিছু জানে না?

দে। তুমি ত জান সে শয্যাশায়ী হয়েছে।

জু। হাঁ, জানি।

দে। তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কে'ন?

জু। তুমি যে এখানে একাকী আসিয়াছ, এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

দে। অবিশ্বাসের কারণ কি আছে? আমি একাকী আসিয়াছি।

জু। দেবেন্, তুমি যতই সতর্ক হও—যতই বুদ্ধিমান্ হও, কিছুতেই জুমেলিয়াকে ছাপাইয়া উঠিতে পারিবে না; আমি চক্ষের নিমেষে তোমায় খুন করিতে পারি।

দে। পার যদি, করিতেছ না কেন? আমার প্রতি এত দয়া প্রকাশের হেতু কি?

জু। আপাততঃ আমার সে ইচ্ছা নাই, আমিও প্রস্তুত নহি।

দে। জুমেলিয়া, অনর্থক বিলম্বে তোমার অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

জু। [সহাস্যে] মাইরি!

দে। শোন্—মিথ্যা আমরা সময় নষ্ট করিতেছি, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাইবে বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলে না?

জু। হাঁ।

দে। কোথায়?

জু। এমন কোথায় নয়; এই যে—[অঙ্গুলি নির্দ্দেশে] দোতলা বাড়ীখানা দেখিতে পাইতেছ, উহার মধ্যে—ঐখানে তোমার রেবতী আছে। দেখিবে?

দে। চলো, দেখিব।

জু। আর একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

দে। কি বলো?

জু। আমার বিনানুমতিতে এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।

দে। তাহাই হইবে, সম্মত হ'লেম, চলো।

জু। যথেষ্ট।

দে। তবে চলো।

জু। এস।

* * * *

দেবেন্দ্রবিজয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া উদ্যানভূমি অতিক্রম করিয়া জুমেলিয়া ক্রমশঃ সেই অট্টালিকাভিমুখে চলিল।

সে অট্টালিকা উদ্যানের বাহিরে নয়, উদ্যানমধ্যে—পূর্ব্বপ্রান্তে; বহুদিন মেরামত না ঘটায় অনেক স্থলে জীর্ণ ও ভগ্নোন্মুখ—অনেক স্থানে

বালি খসিয়া ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে—কোন কোন স্থানে ইট খসিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

দেবেন্দ্রবিজয় ও জুমেলিয়া যখন ক্রমশঃ সেই অট্টালিকাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন ভিক্ষুকবেশী শচীন্দ্র বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইল; কোন্ পথে তাঁহারা কোন্ দিক দিয়া যাইতেছেন, তাহা স্থির-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল; এইরূপে প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। শচীন্দ্র সেইখানে দাঁড়াইয় রহিল।

যখন শচীন্দ্র সেইদিকে যাইবার জন্য একপদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, আর এক ব্যক্তিকে সে সেইদিকে আসিতে দেখিল; তখনই তাড়াতাড়ি নিজের ছিন্ন শতগ্রন্থিযুক্ত উত্তরীয় বৃক্ষতলে পাতিয়া শয়ন করিল; কৃত্রিম নিদ্রার ভানে চক্ষু নিমীলিত করিয়া নাসিকা-স্বর আরম্ভ করিয়া সেই নীরব উদ্যানের নিদ্রিত পক্ষিবৃন্দকে ক্ষণেকের জন্য অত্যন্ত চমকিত ও মুখরিত করিয়া তুলিল।

সে লোকটা অতি শীঘ্রই শচীন্দ্রের নিকটে আসিল; আসিয়া সজোরে তাহার স্কন্ধে একটা সোহাগের চপেটাঘাত করিল।

শচীন্দ্র নিমীলিত নেত্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। আবার সেই চপেটাঘাত। নিমীলিতনেত্রেই ভিক্ষুক বেশী শচীন্দ্র বলিল, "কে বাবা তুমি, পথ দেখ না, বাবা।"

সোহাগের সেই চপেটাঘাতের শব্দটা পূর্ব্বাপেক্ষা এবার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উচ্চে উঠিল। শচীন্দ্র বলিল, "কে বাবা, পাহারাওয়ালাজী নাকি? বাবা, গাছতলায় প'ড়ে একপাশে ঘুমাচ্ছি, তা' তোমার কোমল প্রাণে

বুঝি আর সইল না ? আদর ক'রে যে গুরুগম্ভীর চপেটাঘাতগুলি আরম্ভ ক'রে দিয়েছ, তা' আমার অপরাধটা দেখ্‌লে কি ?"

আগন্তুক বলিল, "আরে না, আমি পাহারাওয়ালা নই।"

শচীন্দ্র বলিল, "কে বাবা, তবে তুমি ? উপদেবতা নাকি ? কেন বাবা গরীব মানুষ একপাশে প'ড়ে আছি, ঘাঁটাও কে'ন, বাবা ? ভদ্র-লোকের ঘুমটা ভেঙে দিয়ে তোমার কি এমন চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে ?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি"

শচীন্দ্র বলিল, "আমাকে জিজ্ঞাসা কে'ন ? আমার চেয়ে মাথায় বড়, ভারিক্কেদরের তালগাছ রয়েছে, কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে তাকে কর গে ; এখান থেকে পথ দেখ না, চাঁদ !"

আগন্তুক। আমি এদিকে এসে পথটা ঠাওর কর্‌তে পার্‌ছি না ; যদি তুমি ব'লে দাও, বড় উপকার হয়।

শচীন্দ্র। পথ দেখ ; সিধে লোক—সিধে পথ দেখ।"

আ। আমি পদ্মপুকুরের দিকে যাব ; কোন্ পথ জান কি ?

শ। কি, শ্বেতপদ্মের না নীলপদ্মের ? আবার কি রামরাজা এই ঘোর কলিতে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেছে না কি ?'

আ। আমাকে পদ্মপুকুরের পথটা ব'লে দাও ; আমি তোমাকে একটা পয়সা দিচ্ছি।

শ। কেন বাপু, এতদিনের পর দাতাকর্ণের নামটা আজ হঠাৎ লোপ কর্‌বে ?

আ। পাগল না কি তুমি ?

শ। পাঁচজনে মিলে আমাকে তাই করেছে, দাদা ; আর খোঁয়াড়ি

ধর্‌লে পাগল ত পাগল, সকল দিকেই গোল লেগে যায়। তবে চল্‌লেম মশাই, নমস্কার ; ব্রাহ্মণ হও যদি—প্রণাম।

আ। কোথায় যাচ্ছ, তুমি ?

শ। আর কোথায় যাব, শুঁড়ি-মামার সন্দর্শনে।

শচীন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে অপর দিক্ দিয়া আগন্তুক চলিয়া গেল।

* * * * *

কিয়ৎপরে আবার উভয়ের উদ্যানের অপর পার্শ্বে সাক্ষাৎ ঘটিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "কই, শুঁড়ি-মামার কাছে গেলে না ?

শচীন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "তাই ত হে কর্ত্তা, আবার যে তুমি ! আবার ঘুরে ফিরে তোমারই কাছে এসে পড়েছি যে, নিশ্চয়ই পৃথিবী বেটী গোলাকার ; নইলে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক তোমার কাছে আবার এসে উপস্থিত হ'ব কে'ন ? আসি মশাই, নমস্কার ; ব্রাহ্মণ হও যদি—প্রণাম।"

উদ্যান হইতে বহির্গমনের পথ ধরিয়া শচীন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিল। আগন্তুক অতি তীব্রদৃষ্টিতে—যতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল—দেখিতে লাগিল। "না, এ লোককে ভয় কর্‌বার কোন কারণ নাই. মাতাল—আধ-পাগ্‌লা ; যাক্, আগে ভেবেছিলাম, বুঝি গোয়েন্দার কোন চর-টর হবে।" এই বলিয়া যে পথ দিয়া দেবেন্দ্রবিজয় ও জুমেলিয়া গমন করিয়াছিল, সেই পথে গমন করিতে লাগিল—লোকটা জুমেলিয়ার চর।

তখন ভিক্ষুক-বেশী শচীন্দ্র বেশীদূরে যায় নাই। যতক্ষণ না আগন্তুক

একেবারে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, ততক্ষণ শচীন্দ্র নিকটস্থ একটি বৃক্ষ-পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল; তাহার পর সুবিধা মত গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইল; যে পথ দিয়া আগন্তুক চলিয়া গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া চলিল। শচীন্দ্রের গমনকালে বারংবার হস্তস্থিত যষ্টি হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতে লাগিল, বারংবার সে তাহা ভূতল হইতে প্রসন্নচিত্তে হাস্যমুখে তুলিয়া লইতে লাগিল।

এ হাসির কারণ বুঝিয়াছেন কি? দেবেন্দ্রবিজয় যে সকল ধান ছড়াইয়া নিশানা করিয়া গিয়াছিলেন, শচীন্দ্র এক্ষণে যষ্টি উঠাইবার ছলে সেই সকল ধান দেখিয়া গন্তব্যপথ ধরিয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

পিশাচীর প্রেম

This term is fatal and affrights me—
Iames Shirley—"The Brothers".

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আর এক ভাব

অনতিবিলম্বে জুমেলিয়া এবং তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেবেন্দ্রবিজয় সেই অসংস্কৃত অন্ধকারময় নিভৃত অট্টালিকা-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জুমেলিয়া কহিল, "এই বাড়ীর ভিতরে তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"স্বচ্ছন্দে," দেবেন্দ্রবিজয় প্রত্যুত্তরে কহিলেন।

"রেবতী এখানে আছে।"

"বেশ, আমাকে তার কাছে লইয়া চল।"

"এখন নয়, সুবিধা মত; আগে তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি কথা আছে, এস।"

উভয়ে সেই বাটিমধ্যে প্রবেশিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় যেমন অন্ধকারময় প্রাঙ্গণে পড়িলেন, অমনি বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ গুপ্তলণ্ঠন বাহির করিলেন, চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইল; জুমেলিয়া একবার চমকিত হইয়া উঠিল—কিছু বলিল না।

তাহার পর উভয়ে উত্তরপার্শ্বস্থিত সোপানাতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন; তথাকার একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জুমেলিয়া সেই প্রকোষ্ঠের এক কোণে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া রাখিল; রাখিয়া বলিল, "দেবেন্দ্রবিজয় জান কি, কে'ন আমি তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি?"

"না—জানি না।"

"তুমি জান, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমাকে হত্যা করিব ?"

"জানি।"

"শুধু তোমাকে নয়—তোমার সংসর্গে যারা আছে, তাদেরও ?"

"তাহাও জানি।

"তুমি কি বিশ্বাস কর, আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিব ?"

"যদি পার—পূর্ণ করিবে।

"আমি পারি।"

"ক্ষতি কি ?"

"কিন্তু এখন আমার সে ইচ্ছা নাই ; আমি তোমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিতে চাই।"

"বটে! কোন্ বিষয়ে ?"

"তুমি সে বিষয়টা কিছু অভিনব, কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিবে। আমি এখনই আমার প্রতিহিংসা হইতে তোমাকে—তোমার স্ত্রীকে—শচীন্দ্রকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছি।"

"বটে, এর ভিতরেও তোমার অবশ্যই কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে।"

"হাঁ, যদি তুমি আমার কথা রাখ—আমাকে সাহায্য কর, আমি ইচ্ছা করিতেছি—যত পাপ কাজ—সমস্তই ত্যাগ করিব ; এখন হইতে ভালো মেয়ে হইব।"

"সে সময় এখন আর আছে কি, জুমেলা ?"

"আছে, এখনও অনেক সময় আছে—শুধরাইবার অনেক সময় আছে।"

"বল।"

"দেখ দেবেন্, তুমি মনে করিলে আমি যাদের প্রাণনাশ করিতে একান্ত ইচ্ছুক, সামান্য উপায়ে তাদের তুমি আমার প্রতিহিংসা হইতে

উদ্ধার করিতে পার। সে উপায় কি? তুমি আমার স্বভাবের গতি ফিরাও, আমার মতি ফিরাও · যাতে আমি এখন হইতে সচ্চরিত্র হ'তে পারি—সেই পথে নিয়ে যাও। তুমি আমাকে সদা-সর্ব্বদা 'পিশাচী' কখন বা 'দানবী' ব'লে থাক; সেই দানবীকে—সেই পিশাচীকে তুমি মনে করিলে দেবী করিতে পার।"

"জুমেলা, তোমার এ সকল কথার অর্থ কি?"

"উত্তর দাও, দেবেন্! আমার কথার ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দাও। ঠিক্ ক'রে বল দেখি, আমি কি বড় সুন্দরী? [মৃদুহাস্যে কটাক্ষ করিল]

"হাঁ, তুমি সুন্দরী, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?"

"কেমন সুন্দরী?"

"যদি তোমার অন্তরের জঘন্যতা তোমার মুখে প্রতিফলিত না হইত, দেখিতাম, তুমি সুন্দরী—তোমার মত সুন্দরী আমি কখনও দেখিয়াছি কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিত।"

"মনোরমার * চেয়ে সুন্দরী?"

"হাঁ।"

"রেবতীর চেয়ে?"

"হাঁ।"

"তুমি কি সুন্দরীর সৌন্দর্য্য ভালবাস না?

"প্রশংসা করি বটে!"

"যদি আমার অন্তর হ'তে সমস্ত পাপের কালি মুছে যায়, তা হ'লে আমি তোমার মনোমত সুন্দরী হ'ব কি, দেবেন্?"

"না, আমি তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

---

* জুমেলিয়ার জটিল রহস্যপূর্ণ, অন্যান্য ঘটনাবলী গ্রন্থকারের "মনোরমা" ও "মায়াবী" নামক পুস্তকে লিখিত হইল। প্রকাশক।

"যদি কোন স্থানে তোমার মন বাঁধা না থাকিত, তা হ'লে তুমি কি আজ আমাকে ভালবাসিতে পারিতে, দেবেন্?"

"না।"

এই কথাটাই চূড়ান্ত হইল' জুমেলিয়ার হৃদয় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধি বন্ধ হইল, মুখমণ্ডল একবার মুহূর্ত্তের জন্য আরক্তিম হইয়া পরক্ষণেই একেবারে কালিমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিয়ৎ-পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে, জুমেলিয়া বলিল, "তা' হ'লেও আমাকে ভালবাসিতে পারিতে না, দেবেন্,—তা' হ'লেও না?"

"না—তা' হ'লেও না।"

"দেবেন্দ্রবিজয়! আমার বয়স এখন ছত্রিশ বৎসর। এই ছত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাকে অনেকে ভালবেসেছে; কিন্তু সে সকল লোকের মধ্যে আমি এমন কাহাকেও দেখি নাই, যাহাকে আমি তার ভালবাসার প্রতিদানেও কিছু ভালবাসিতে পারি; কিন্তু তুমি - তুমি— তোমাকে দেখে আমার মন একেবারে ধৈর্য্যহীন হ'য়ে পড়েছে। তুমি আমাকে ভালবাস না—ভালবাসা ত বহুদূরের কথা—তুমি আমার শত্রু—পরম শত্রু; তথাপি আমার প্রাণ তোমার পায়ে আশ্রয় পাবার জন্য একান্ত ব্যাকুল। আমি পূর্ব্বেই জান্তে পেরেছিলাম, আমার এ লালসা আশাহীন, তাই আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছিলাম; স্থির করেছিলাম, তোমাকে হত্যা কর্‌তে পার্‌লে হয় ত ভবিষ্যতে এক-সময়ে-না-একসময়ে তোমাকে ভুলে যেতে পার্‌ব; আজ তোমাকে কেন ডেকেছি জান, দেবেন্? তোমার সঙ্গে আমি একটা বন্দোবস্ত কর্‌তে চাই।"

"কি, বল?"

"আশা করি, তুমি আমার কথা রাখ্‌বে।"

"হাঁ, তোমার কথা রাখ্‌তে যদি কোন ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে না হয়, অবশ্যই রাখ্‌ব।"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাসো ?"

"হাঁ, ভালবাসি।"

"তুমি তা'র জীবন রক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা করো ?"

"হাঁ, করি।"

"তার জীবন রক্ষা ক'র্‌তে তুমি কিছু ত্যাগ-স্বীকার কর্‌তে পারো ?"

"হাঁ, পারি।"

"তুমি তোমার ভালবাসা ত্যাগ কর্‌তে পারো ?"

"আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর্‌তে পারো ?"

"তাকে আমি পরিত্যাগ করিব !"

"হাঁ, তাকে—তোমার স্ত্রীকে—তোমার সেই ভালবাসার সামগ্রীকে কেবল এক বৎসরের জন্য ; এক বৎসর—বেশি দিন না—চিরকালের জন্য না ;—তুমি তাকে মনে মনে যেমন ভাবেই রাখ, কিন্তু কেবল এক বৎসরের জন্য তুমি আমার হও। বৎসর ফুরালে তোমাকে আমি মুক্তি দিব ; তখন অবাধে তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পার্‌বে। এক বৎসর—কেবল একটি মাত্র বৎসর ; শেষে আমিও মরিব—তুমিও নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বে, আমি নিজের বিষে মরিব ; তুমি তখন মুক্তি পাইবে, জুমেলিয়ার হাত হ'তে তুমি আজীবন মুক্ত থাকিবে।"

এই বলিয়া জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া জানু পাতিয়া তাঁহার অতি নিকটে অতি দীনভাবে উপবেশন করিল—তখন সে প্রাণের আবেগে মহা উন্মাদিনী।

দেবেন্দ্রবিজয় তাহার অভিনব অভিপ্রায় শুনিয়া চমকিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তখন প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শীতল, নীরব ও নিশ্চল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবেগে

জুমেলিয়া বলিতে লাগিল,—"দেবেন্, কত সুখ তা'তে; মরি! মরি! মরি! আমার হও, আমার হও তুমি—এক বৎসরের জন্য। দেখ দেবেন্, আমি প্রাণের মধ্যে—হৃদয়-পটে কেমন সুখের সুন্দর ছবি এঁকেচি। এ কথা মনে কর্‌তে আমার আনন্দের সীমা থাকৃচে না। তোমাকে ভালবাস্‌তে হবে না—তুমি আমাকে ভালবাসো কি না, সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই না; আমি জানি, আমি এত নির্ব্বোধ নই, তুমি কখনই আমাকে ভালবাস্‌বে না—ভালবাস্‌তে পার্‌বেও না। কিন্তু ছল—ছলনায় আমাকে বুঝায়ো, তুমি আমায় বড় ভালবাস; কেবল একটি বৎসরের জন্য। আমি সাধ ক'রে তোমার প্রতারণায় প্রতারিত হ'তে স্বীকার কর্‌ছি—এ প্রতারণায়ও সুখ আছে। আমি জানি, আমি যা' আশা করেছি, তা' আশার অতীত। তুমি আমাকে ছলনায় ভুলায়ো যে, তুমি আমায় ভালবাস, আর কিছু না, তাই যথেষ্ট। আমি নিজেকেই বুঝাব যে, তুমি প্রকৃতই আমাকে ভালবাস; তুমি আমার—আমার! রেবতী রক্ষা পাবে, সে তোমার বাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবে; সেখানে সে তোমার অপেক্ষায় থাক্‌বে, সে কখনই জান্‌তে পারবে না, তার জীবন-রক্ষার্থে তোমায়-আমায় কি বন্দোবস্ত হয়েছে—সে তোমার এ বিষয়ের কোন প্রমাণই পাবে না। বৎসর শেষে তুমি স্বচ্ছন্দে তার কাছে ফিরে যেতে পারবে; তখন যা' তোমার প্রাণ চায়—

করিয়ো ; যাতে তুমি সুখী হও—হইয়ো। কেবল একবার তুমি ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের সুষমার আভাসটুকু আমায় দেখাও,—যা আমি সারাজীবনে কখনও অনুভব করিতে পারি নাই। তোমার স্ত্রী কিছুই জান্‌বে না, কেহই না ; কেবল তুমি আর আমি। এক বৎসর পরে তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে তার কাছে ফিরে যাবে ; আমি মরিব, সত্যসত্যই মরিব ; কেবল গুপ্তরহস্য তোমারই জ্ঞাত থাকিবে—লোকের কাছে তোমাকে কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে না।" জুমেলিয়া উঠিল—আরও দুইপদ অগ্রসর হইয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে বাহুবেষ্টিত করিতে চেষ্টা করিল। দেবেন্দ্রবিজয় ঘৃণাভরে তাহাকে সরাইয়া দিলেন।

জুমেলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিল,—"শোন দেবেন্, আমি বুঝেছি, আমি মরিব ; এ কথা তুমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছ না ; আমি বৎসর ফুরালে তোমার সাক্ষাতে বিষপান কর্‌ব। যখন আমি ম'রে যাব, কি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌ব, তখন তুমি শতবার শাণিত ছুরিকা দিয়ে আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ক'রো, তা' হ'লে ত তখন তোমার অবিশ্বাসের আর কোন কারণ থাক্‌বে না। এখন আমরা একদিকে—বহুদূরে চ'লে যাব ; কেবল এই এক বৎসরের জন্য ; আমরা কামরূপেই চ'লে যাব। আমি যে সকল দ্রব্যগুণ জানি, তোমাকে সবগুলিই শিখাব ; শিখালে সহজেই শিখ্‌তে পার্‌বে ; তাতে তোমার উপকার বই অনুপকার হবে না। তুমি যে দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে, সেজন্য একটা কোন ওজর কর্‌লেই চল্‌বে। তোমার স্ত্রীকে সদা-সর্ব্বদা তোমার ইচ্ছামত পত্রাদি লিখ্‌তে পারবে ; কিন্তু তুমি প্রাণান্তেও তোমার স্ত্রীর নাম আমার কাছে এই এক বৎসরের জন্য ক'রো না ; যাতে আমার মনে একটা ধারণা হতে পারে যে, তুমি আমাকে ভালবাস না—এমন কিছু আমাকে দেখিয়ো না—জান্‌তে দিয়ো না। আমি ত বলেছি, আমি নিজেকে

নিজেই প্রতারিত ক'রে রাখ্‌ব; তুমি আমার হৃদয়ের রাজা হবে—তুমি আমার প্রাণের ঈশ্বর—তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তার পর এক বৎসর কেটে গেলে আমি নরকের দিকে চ'লে যাব। তোমাকে এক বৎসর পেয়ে, তোমার বৎসরেক প্রেমালাপে আমি যে সুখ লাভ কর্‌ব তা'তে আমি হাসিমুখেই নরকের দিকে চ'লে যাব। এই এক বৎসর আমার জয়জয়কার, দেবেন্! দেবেন্—প্রাণের দেবেন্! তুমি কি আমার মনের কথা—প্রাণের বেদনা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—আমি তোমাকে কতমতে আরাধনা কর্‌ছি? তুমি মুখে আমায় ভালবাস, তাতেই আমি সুখী হ'ব—আমি জোর ক'রে বিশ্বাস ক'রে লইব, তুমি আমায় প্রকৃত ভালবাস। আমার কথার উত্তর দাও! বল—স্বীকার পাও—প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোমাকে যা' বল্‌লেম, তা'তে তোমার আর অমত্‌ নাই; আমি এখনি তোমাকে রেবতীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি—সে এখন মড়ার মত প'ড়ে আছে। যে ঔষধে তার জ্ঞান হবে, সে ঔষধ আমি তোমার হাতেই দিব, তুমি সেই ঔষধ তাকে খেতে দিয়ো; সেই মুহূর্ত্তেই তার জ্ঞান হবে—শরীরের অবস্থা ফিরে যাবে; যেমন তাকে তুমি আগে দেখেছ, এখনও ঠিক তাকে তেমনি দেখ্‌বে। অস্বীকার কর যদি, নিশ্চয় তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হবে; তা' হ'লে তোমার কাছে আমি যেমন সজল-নয়নে দাঁড়িয়ে আছি—আর আমার সম্মুখে তুমি যেমন প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছ, ইহা যেমন নিশ্চয়—তেমনই নিশ্চয় তা'র মৃত্যু জান্‌বে। জগতের কোন বিজ্ঞান তা'র চৈতন্য সম্পাদন কর্‌তে পার্‌বে না—কোন চিকিৎসক তার জীবন দান কর্‌তে পার্‌বে না। যে ঔষধের প্রক্রিয়ায় সে এখন অচেতন, আমিই কেবল তার প্রতীকারের উপায় জানি। এমন লোক দেখি না, আমার সাহায্য বিনা তাকে বাঁচাইতে পারে। যদি তুমি আমার হাতপা

লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ কর, এখনই এখানে সুতপ্ত লৌহখণ্ড দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিত কর, গোছায় গোছায় আমার মাথার চুলগুলি ছিঁড়িয়া ফেল, সাড়াশি দিয়ে এক-একটি ক'রে সকল দাঁত মূলোৎপাটিত কর, আমার কর্ণরন্ধ্রে, সর্ব্বাঙ্গে গলিত সীসক ঢেলে দাও - যত প্রকার যন্ত্রণা আছে—যে সকল চিন্তার অতীত—আমাকে দাও, আমার মনের দৃঢ়তা কখনই তুমি নষ্ট করতে পারবে না; সে যাতে শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুমুখে পড়ে, তা' আমি করব; তাতে আমি জানব, আমার প্রতিহিংসা সফল হয়েছে; তা'তে তোমার মনে যে যন্ত্রণা হবে, সে যন্ত্রণার কাছে আমার শারীরিক যন্ত্রণা তুচ্ছ বিবেচনা করব। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, বড় বেশি কিছু নয়—দেবেন, একটি বৎসর মাত্র; এই এক বৎসরের জন্য আমার হও - কেবল আমারই। তার পর তোমার সংসারে সানন্দে তুমি ফিরে যেয়ো—সুখী হ'য়ো। সম্মত হবে কি? তুমি ত বলিয়াছ, রেবতীর প্রাণরক্ষার্থ সকলই করিতে পার; কেবল এক বৎসরের জন্য আমি তোমার কাছে তোমাকেই চাহিতেছি। উত্তর দিবার আগে বেশ ক'রে ভেবে দেখ—দেবেন, বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ; আমার কথা আমি কিছুতেই লঙ্ঘন হ'তে দিই নাই; আমার অভিপ্রায়ের একবিন্দু পরিবর্ত্তিত হবে না।"

জুমেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে—সাশ্রুনেত্রে—ম্লানমুখে—স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবেন্দ্রবিজয়ও সেইরূপ স্থিরভাবে রহিলেন। তাঁহার এখনকার মনের অতিশয় অধীরতা মুখে কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না।

জুমেলিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি বল দেবেন, সম্মত আছ?"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "রেবতী কোথায়?"

জুমেলিয়া। এইখানেই আছে।

দেবেন্দ্র। তার কাছে আমাকে নিয়ে চল।

জু। কি জন্য?

দে। তোমাকে এখন কি উত্তর দিব? আমি তাকে দেখে সম্বন্ধে একটা বিবেচনা কর্‌তে পার্‌ব।

জু। আমি এখনি তার কাছে নিয়ে যেতে পারি।

দে। নিয়ে চল।

জু। তার পর তুমি আমার কথার উত্তর দেবে?

দে। হাঁ।

জু। তবে আমার সঙ্গে এস, দেবেন্; তুমি অবশ্যই স্বীকার পাবে; তুমি যেরূপ তাহাকে ভালবাস, তাতে তাকে দেখ্‌লে—তার মুখ দেখ্‌লে কথনই তুমি আমার প্রস্তাবে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না—এস।

*   *   *   *

জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে গমন করিল। তথায় প্রকোষ্ঠতলে একখানি ছিন্ন গালিচার উপর মৃতপ্রায় রেবতী পড়িয়া।

রেবতীর মুখমণ্ডল অতিম্লান—ঠিক মৃতের মুখের ন্যায়। দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয় হৃদয়ের মধ্যে একটা অননুভূতপূর্ব্ব, কম্পপ্রদ শৈত্য অনুভব করিলেন; তখনকার মত তাঁহার অর্দ্ধোন্মত্ত অবস্থা আর কখনও ঘটে নাই। তখন তাঁহার প্রাণের ভিতরে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, তাহার বর্ণনা হয় না; কিন্তু বাহিরে তাঁহার সকলই স্থির—প্রাণে যেন উদ্বেগের কোন কারণই নাই। অতি তীব্রদৃষ্টিতে বারেক জুমেলিয়ার মুখপানে চাহিলেন, তার পর নিতান্ত রুক্ষস্বরে বলিলেন, "জুমেলিয়া, আমার উত্তর, 'না'।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"মরে—মরিবে"

'না' এই শব্দমাত্রটীতে সম্ভব জুমেলিয়া খুব বিচলিত ও চমকিত হইয়া উঠিত ; কিন্তু তথনকার ভাব জুমেলিয়া অতিকষ্টে দমন করিয়া ফেলিল ; কেবল মৃদু হাসিয়া মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "ব্যস্ত হ'য়ো না, দেবেন্ ; বেশ ক'রে ভেবে দেখ।"

বাক্যশেষে তীক্ষ্ণকটাক্ষবিক্ষেপ।

"ভেবে দেখেছি— না'।"

"তুমি তবে স্বীকৃত হবে না ?"

"না।"

"দেবেন্, তুমি না বড় বুদ্ধিমান্ ! তোমার স্ত্রীর এই দশা দেখে তুমি কি এই উত্তর স্থির কর্‌লে, দেবেন্ ?"

"হাঁ।"

"কি দেখে তুমি এমন ভরসা কর্‌ছ ?"

"আমার স্ত্রীর কিছুই হয় নাই, মুখমণ্ডল যদিও ম্লান, তা' ব'লে কালিমাময় বা জ্যোতিহীন নয় ! জুমেলা, যতদূর কদর্য্যতা ঘটিতে পারে— তা' তোমাতে ঘটেছে। যতই তুমি পাপলিপ্ত হও না কেন, পবিত্রতা যে কি জিনিষ, অবশ্যই তা' তুমি জান। তুমি এখনও বলিতেছ, তুমি আমায় ভালবাস ?"

"হাঁ, ভালবাসি, দেবেন্, এখনও বল্‌ছি, তোমার জন্য আমি পাগল হইয়াছি।"

"হ'তে পার ; কিন্তু আমি তোমাকে আন্তরিক ঘৃণা করি।"

"দেবেন্, এই কি তোমার উত্তর ? কঠিন !"

"আমি অন্যায় কিছু বলি নাই ; তুমি আমার কথা ঠিক বুঝিবে কি, জানি না ; যদি তুমি প্রকৃত রমণী হইতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতে ; কিন্তু বিধাতা তোমাকে যদিও রমণী করিয়াছেন, রমণী-হৃদয় দিতে সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন ; আচ্ছা, তুমিই মনে কর, তুমি যেন রেবতী——"

[বাধা দিয়া] "বল বল—দেবেন্, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার মুখে এ কথা শুনে আমার হৃদয়ে আনন্দ ধর্‌ছে না।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিতে লাগিলেন, "তুমি যেন রেবতী, তোমার স্বামী তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তুমি যেন কোন দুর্ঘটনায় ওখানে ঐরূপ মৃতপ্রায় পড়িয়া আছ, এমন সময়ে অন্য একটী স্ত্রীলোক তোমার এইরূপ অবস্থায় তোমার স্বামীর নিকটে এইরূপ একটা জঘন্য অভিপ্রায় প্রকাশ কর্‌ছে ; অথচ তোমার সম্মুখে এখন যা' যা' ঘট্‌ছে, তুমি যেন তা' মনে মনে জান্‌তে পার্‌ছ ; তুমি কি তখন তোমার জীবন-রক্ষার্থে তোমার স্বামীকে সেই রমণীর হাতে সমর্পণ কর্‌তে সম্মত হ'তে পার ? পার কি, জুমেলা ?"

"অ্যা,—না—না—না—না ! কখনই না ! সহস্রবার না !"

"তবে জুমেলা, তুমি কি তোমার প্রশ্নের উত্তর নিজে, নিজেরই মুখে পাচ্ছ না ? যার প্রাণের পরিবর্ত্তে আমাকে তুমি চাও, সে আমাকে ছাড়িয়া তার প্রাণ চাহে না ; আর আমার স্ত্রীকে যদি আমি যথার্থই ভালবাসি, তবে তার অনভিপ্রেত কাজে আমার হস্তক্ষেপ করা ঠিক হয় না।"

"তবে কি আমার কথার উত্তর 'না' ? তুমি জান, তা' হ'লে তুমিই তোমার সেই স্ত্রীরই হন্তারক হবে ?"

"তথাপি তুমি আমার মত্ কিছুতেই ফিরাতে পার্‌বে না, জুমেলা।"

"তবে তুমি আমাকে ঘৃণা কর ?"

"হাঁ, ভাল রকমে।"

"তবে ভাল রকমে রেবতীও মরিবে।"

"মরে—মরিবে।"

"নিশ্চয় মরিবে।"

"তেমনি নিশ্চয়, সে একা মরিবে না।"

"হোঃ—হোঃ - হোঃ [হাস্য তুমি আমায় ব? ভয় দেখাচ্ছ !"

"হাঁ।"

জুমেলিয়া আবার হাসিল।

সেই অমঙ্গলজনক—পৈশাচিক তীব্র অট্টহাস্য—নির্জ্জলদগগনবক্ষের গম্ভীরবজ্রধ্বনিবৎ। জুমেলিয়া বলিল, "তোমাকে আমি ভয় করি না—করিতে শিখিও নাই।"

দেবেন্দ্র। যদি না শিখিয়া থাক, আজ শিখিবে।

জুমেলিয়া। কে'ন ?

দে। না শিখিলে আমার কাজ সফল হইবে কি প্রকারে ?

জু। তোমার কাজ ?

দে। হাঁ।

জু। কি কাজ ?

দে। তুমি যে কাজ করিতে আমাকে বলিয়াছ।

জু। আমি তোমায় কি কাজ করিতে বলিয়াছি বল ? তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

দে। তুমি তোমার জন্য পূর্ব্বে যে যে যন্ত্রণার উল্লেখ করেছ, সেই সকল যন্ত্রণাই তোমাকে আমি ভোগ করাইব। আমি যে মানুষ, এ কথা আমি এখন যতদূর ভুলে যেতে পারি, ভুলিব ; তোমার উপযুক্ত—

তোমারই মত হ'তে—পিশাচ হ'তে চেষ্টা করিব। আমি এখন এক-একটি ক'রে তোমার মস্তকের সকল কেশ—যতক্ষণ না, তোমারই ওই ষড়যন্ত্রপূর্ণ মস্তক কেশলেশহীন হয়—ততক্ষণ মূলোৎপাটিত কর্‌ব। তার পর আমার এই ছুরি পুড়িয়ে লাল কর্‌ব, সেখানা তোমার কপালে চেপে ধর্‌ব—দুই গালে চেপে ধর্‌ব—তা দিয়ে তোমার চক্ষু দুটা উৎপাটিত কর্‌ব।

জুমেলিয়া হাসিতে গেল—পারিল না।

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "পাছে তুমি নিজের জীবন নিজে বাহির কর, পাছে যদি তোমার কাছে কোন প্রকার বিষ থাকে, আগে তা' কেড়ে নেব, তার পর তোমাকে সেই মুণ্ডিতমস্তক, ঝলসিত মুখ—অন্ধ-অবস্থায় পথে ছাড়িয়া দিব—যতক্ষণ তোমার কোন স্বাভাবিক অবস্থা না ঘটে, ততক্ষণ পথে পথে অনাহারে ঘুরিবে।"

জু। [সচীৎকারে] তুমি! তুমি এই সকল কর্‌বে?

দে। হাঁ, আমিই এই সব কর্‌ব।

জু। তুমি! দেবেন্দ্রবিজয়!

দে। আঃ, ভুলে যাও কে'ন, জুমেলা, আমি কে'ন? দেবেন্দ্র-বিজয় ম'রে গেছে, তার দেহে এক পিশাচের অধিষ্ঠান হয়েছে; সেই পিশাচ, যতক্ষণ না তুমি মর, ততক্ষণ তোমাকে নূতন নূতন যন্ত্রণা দেবে; যখন একটু সুস্থ হবে, আবার নূতন যন্ত্রণা।

জু। [সরোষে] নির্ব্বোধ! তুমি কি মনে করেছ, আমি এই সকল যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বার জন্য তোমার কাছে ঠিক এমনি ভালমানুষটির মত চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব?

দে। কি কর্‌বে, মর্‌বে? পার্‌বে না। যদি তুমি আত্মহত্যা কর্‌বার জন্য কোন বিষ বাহির করিতে যাও, পিস্তলের গুলিতে তোমার
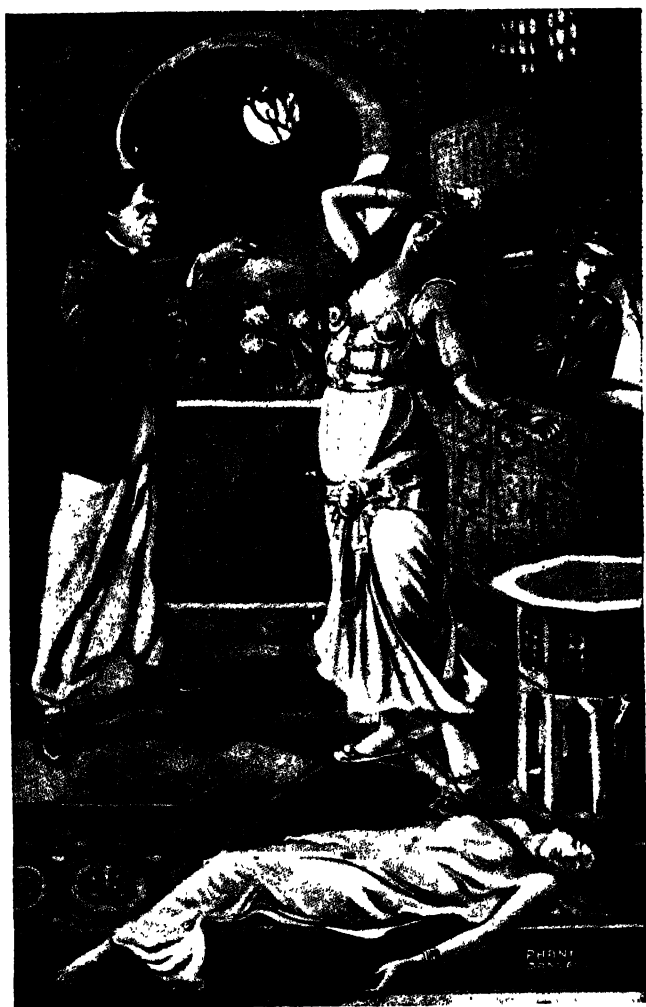
"জুমেলা, এ হাস্যোদ্দীপক প্রহসন নয়, পৈশাচিক ঘটনাপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক।"

[মায়াবিনী—৭৫ পৃষ্ঠা।

হাত চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিব ; যদি পালাবার জন্য এক পা নড়্‌বে এখনই এই গুলিতে তোমার পা ভেঙে দিব।

জুমেলিয়া তিরস্কারব্যঞ্জক কর্কশ হাসি হাসিতে লাগিল।

দেবেন্দ্রবিজয় বজ্রনাদে বলিলেন, "জুমেলা, হাসি নয়—আমি মিথ্যা বলি না—শীঘ্র প্রমাণ পাবে।"

"প্রমাণ দেখাও।"

"দেখিবে ? তোমার কাণে যে ঐ দুটী দুল্ আছে, ঐ দুটীর মধ্যেও তুমি কৌশলে বিষ সঞ্চয় ক'রে রেখেছ ; তোমার ঐ দুল দুটির অস্বাভাবিক গড়ন দেখেই তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি—ও দুটি এখনই দূর করাই ভাল।"

বাক্য সমাপ্ত হইতে-না-হইতে দেবেন্দ্রবিজয় উপর্য্যুপরি দুইবার পিস্তলের শব্দ করিলেন, জুমেলিয়ার কর্ণাভরণ দুটী পিস্তলের গুলিতে ভাঙিয়া দূরে গিয়া পড়িল, এবং ঘরটি কিয়ৎকালের নিমিত্ত ধূম্রময় হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে দেবেন্দ্রবিজয় পিস্তলটা লুকাইয়া ফেলিলেন।

জুমেলিয়া সভয় চীৎকারে দশ পদ পশ্চাতে হটিয়া গিয়া এক কোণে দাঁড়াইল্। যেমন সে হস্তোত্তোলন করিতে যাইবে দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "সাবধান, হাত তুলিযো না ; এখনি আমি পিস্তলের গুলিতে তোমার হাত ভাঙিয়া দিব। জুমেলা, এ হাস্যোদ্দীপক প্রহসন নয়, পৈশাচিক ঘটনাপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িল

দুবার উপর্য্যুপরি পিস্তলের শব্দ করিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বুঝিতে পারিলেন, তখনই শচীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইবে। পাঠক অবগত আছেন, দুইবার

পিস্তলের শব্দ তাঁহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতমাত্র। শচীন্দ্র তখনই অতি নিঃশব্দে আসিয়া জুমেলিয়ার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে দেখিতে পাইলেন; জুমেলিয়া কিছুই জানিতে পারিল না। এখন আর শচীন্দ্রের সে ভিক্ষুকের বেশ নাই, ইতিমধ্যে তৎপরিবর্ত্তে পুলিশের ইউনিফর্ম ধারণ করিয়াছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "জুমেলা, তুমি একদিন বলেছিলে না, যে, মৃত্যুর পরেও তুমি আমার অনুসরণ কর্‌বে? যদি আমি মরিতাম, আমিও তোমার পিছু নিতাম; ভূতের মত অলক্ষ্যে তোমারও পশ্চাতে দাঁড়াতেম; তুমি কিছুই জান্‌তে পার্‌তে না; তার পর তোমার হাত দুটা পিছু-মোড়া ক'রে ধর্‌তেম, তোমার আর নড়্‌বার শক্তি থাক্‌ত না—বুঝতে পেরেছ?

জু। না।

দে। এইবার?

তখন শচীন্দ্র জুমেলিয়ার হাত দুখানা পিছু-মোড়া করিয়া ধরিল। জুমেলিয়া জোর করিতে লাগিল; চীৎকার করিয়া উঠিল, কিছুতেই শচীন্দ্রের হাত হইতে মুক্তি পাইল না।

জুমেলিয়ার সহিত দেবেন্দ্রবিজয়ের উপর্য্যুক্ত কথোপকথনের যে কথাগুলি নিম্নে কৃষ্ণরেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইল, দেবেন্দ্রবিজয় জুমেলিয়াকে না বলিয়া প্রকারান্তরে শচীন্দ্রকেই বলিতেছিলেন। শচীন্দ্র আদেশ পালন করিল।

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "জুমেলিয়া, এইবার তুমি অসহায়—পলায়নের কোন উপায় নাই; এইবার আমি তোমার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিব; তার পর তোমারি মন্ত্রণা মত সেই সব যন্ত্রণা তোমাকেই দেওয়া হবে।"

তখনই জুমেলিয়াকে হাতকড়ি ও বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া চেয়ারের সহিত লৌহশৃঙ্খলে তাহাকে বন্ধন করিলেন। তখন জুমেলিয়া শচীন্দ্রকে দেখিতে পাইল—এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই; বলিল, "পোড়ারমুখ আমার! কই, আমি ত আগে কিছুই জান্‌তে পারি নাই।"

শচীন্দ্র বলিল, "যাকে তুমি পাহারা দিতে বাগানে রেখেছিলে, তাকে যদি না হাত মুখ বেঁধে গাছতলায় আমি ফেলে রেখে আস্‌তেম—জান্‌তে পার্‌তে, আমি এসেছি। জুমেলিয়া, এখন আমাদের দয়ার উপর তোমার পাপ-প্রাণ নির্ভর কর্‌ছে।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "হাঁ—জুমেলা, যাকে ভালবাস, এখন তারই দয়ার উপর তোমার জীবন নির্ভর কর্‌ছে।"

জুমেলিয়া। তবে দেবেন্, তুমি তবে আমার সঙ্গে সন্ধি করতে চাও না?

দেবেন্দ্র। সন্ধি? না—কে'ন করিব?

জু। তুমি রেবতীকে রক্ষা করিবে না?

দে। যদি পারি—করিব।

জু। তবে কে'ন তুমি তাতে সাধ করিয়া ব্যাঘাত ঘটাইতেছ?

দে। কি প্রকারে?

জু। আমার সহিত সন্ধির কোন বন্দোবস্ত না করিয়া।

দে। তুমি ত বলেছ, তাকে পরিত্রাণ দেবে না।

জু। তখন আমি তোমার হাতে পড়ি নাই।

দে। এ কথা নিশ্চয়—আমি ভুলে গেছ্‌লেম; যাতে তার জ্ঞান হয়, এখন সে ঔষধ আমার হাতে দেবে কি?

জু। দিতে পারি, যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও—আমাকে এখান

থেকে পালাবার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা মাত্র সময় দাও—হাঁ, তাহা হইলে আমি দিতে পারি।

দে। সে আশা বৃথা।

জু। তবে তুমি তোমার স্ত্রীর জীবন রক্ষা কর্‌তে অসম্মত ?

দে। সে যে রক্ষা পাবে না, এ বিশ্বাস আমার নাই। এবার তোমার যন্ত্রণা আরম্ভ হবে। [শচীন্দ্রের প্রতি] শচী! এখনই এই ছুরি দিয়া জুমেলিয়ার চোখ দুটী উৎপাটন করিয়া ফে'ল।

জু। [সচীৎকারে] বাঁচাও! দয়া কর!

দে। কিসের দয়া ?

জু। আমি রেবতীকে বাঁচাতে পারি—বাঁচাব।

দে। বাঁচাও তবে—তাকে।

জু। ছেড়ে দাও আমায়।

দে। সে আশা ক'রো না।

জু। তুমি কি এখন আমার সে প্রস্তাবে সম্মত হবে ?

দে। আমি কিছুতেই সম্মত নই।

জু। তবে আমি কখনই তাকে বাঁচাব না—মরুক্ সে—চুলোয় যাক সে!

দে। জুমেলা, বাঁচাও তাকে ; সে যদি আমাকে তোমায় ছেড়ে দিতে বলে, নিশ্চয় তোমাকে আমি মুক্তি দেব ; মনে বুঝে দেখ, তোমার ভবিষ্যৎ তার হাতে।

জু। রেবতীর ? ভাল, যদি সে স্বীকার করে, তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে ? আমি এখনই তাকে বাঁচাব। ছেড়ে দাও আমায় ; আমি মিথ্যা বলি না।

দে। না।

জু। তবে কি ক'রে তাকে বাঁচাতে পারি?

দে। কি কর্‌লে তার জ্ঞান হবে, আমাকে ব'লে দাও—আমিই সে কাজগুলি কর্‌ব—তুমি না। যদি তাতে তার জ্ঞান না হয়, তোমার সেই নিজের স্থিরীকৃত যন্ত্রণাগুলি তোমাকেই উপভোগ করতে হবে।

জু। সে যদি বাঁচে, তা হ'লে তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে?

দে। হাঁ, যদি রেবতী স্বীকার পায়।

জু। যে ঘরে তোমাকে আগে নিয়ে যাই, সেই ঘরে টেবিলের ভিতরে একটি ছোট কাঠের বাক্স আছে, নিয়ে এস—যেমন আছে, তেমনি নিয়ে আস্‌বে; সাবধান, যেন খুলিয়ো না।

তখনই দেবেন্দ্রবিজয় সেই বাক্স লইয়া আসিলেন।

জু। ঐ বাক্সের ভিতর থেকে সতের নম্বরের শিশিটা বাহির কর, পাঁচ ফোঁটা ঔষধ রেবতীকে খেতে দাও।

দে। কোন্ ঔষধে রেবতীকে এমন অজ্ঞান ক'রে রেখেছ—কত নম্বর?

জু। এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কে'ন?

দে। প্রয়োজন আছে।

জু। নম্বর সাত।

দে। বেশ, যদি এই সতের নম্বরের ঔষধে কিছু ফল না হয় তোমাকে সাত নম্বরের ঔষধ জোর করিয়া খাওয়াইব।

জু। ফল হবে।

দেবেন্দ্রবিজয় ধীরে ধীরে রেবতীর অবসন্ন, তুষারশীতল মস্তক নিজের ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার মনে যে যন্ত্রণা হইতেছিল, তিনি তেমন যন্ত্রণা ইতিপূর্ব্বে কখনও ভোগ করেন নাই। তাঁহার সেই প্রাণের যন্ত্রণার কোন চিহ্ন মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইল না। তাহার পর তিনি

রেবতীর মুখ-বিবরে বিন্দু বিন্দু করিয়া সেই শিশিমধ্যস্থিত গাঢ় লোহিত বর্ণের তরল ঔষধ ঢালিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিতে লাগিল, গৃহ নিস্তব্ধ—কোন শব্দ নাই।

তাহার পর যখন প্রায় একদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গেল, সহসা রেবতী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একি ইন্দ্রজাল!

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রেবতী যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

জুমেলিয়া রেবতীকে ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া এখানে লইয়া আসে; সে ঘোর কাটিতে-না-কাটিতে সে আবার নিজের অমোঘ ঔষধ প্রয়োগ করে, তাহাতে রেবতী সেই অবধি সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীনা। প্রথমে তিনি দেখিলেন, তিনি যে কক্ষে শায়িত আছেন—সে কক্ষ তাঁহার অপরিচিত—তাঁহার সম্মুখে দেবেন্দ্রবিজয় দণ্ডায়মান—দেবেন্দ্রবিজয়ের পার্শ্বে ম্লান-মুখে শচীন্দ্র এবং কিছুদূরে হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দেওয়া লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ জুমেলিয়া একখানি চেয়ারে বিনতমস্তকে বসিয়া।

দেবেন্দ্রবিজয় রেবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

রেবতী। ভাল আছি।

দেবেন্দ্র। উঠিতে পারিবে কি?

রে। পারিব। [দণ্ডায়মান]

দে। চলিতে পারিবে ?

রে। হাঁ, কেবল মাথাটা একটু ভারি বোধ হচ্ছে।

তাহার পর দেবেন্দ্রবিজয় দুই-একটি কথাতে অতি সংক্ষেপে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সকলই রেবতীকে বলিলেন ; কেবল জুমেলিয়ার সেই অবৈধ প্রেম-প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করিলেন না ; তজ্জন্য ডাকিনী জুমেলিয়া বারেক সন্তুষ্টনেত্রে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

দেবেন্দ্রবিজয় রেবতীকে বলিলেন, "এখন তোমার হাতে জুমেলার ভবিষ্যতের ভালমন্দ নির্ভর করছে : আমি জুমেলার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তোমার কথামত আমি কাজ কর্‌ব ; তুমি উহাকে মুক্তি দিতে চাও—দিব, না চাও—দিব না, যা তোমার ইচ্ছা। স্বীকার করি, জুমেলাই তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ত্রাণ করেছে ; কিন্তু সেই জুমেলাই তোমাকে মৃত্যুমুখে তুলে দিয়েছিল ; এখন আমি এখান হ'তে বাহিরে যাচ্ছি—এখন এখানে থাকা আমার আবশ্যক করে না ; আমার সাক্ষাতে জুমেলা তোমার নিকটে কোন প্রার্থনা জানাতে লজ্জিত হবে ; তুমিও কিছুই ভালরূপে মীমাংসা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না ; তবে বাহিরে যাবার আগে তোমাকে একটি কথা ব'লে রাখা প্রয়োজন। সাবধান, তুমি জুমেলিয়াকে স্পর্শ করিয়ো না—এমন কি নিকটেও যাইয়ো না।"

দেবেন্দ্রবিজয় শচীন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইয়া বাহির হইতে কবাটে শিকল দিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ও শচীন্দ্র বাহিরে অপেক্ষায় রহিলেন।

পনের মিনিট অতিবাহিত হইল, কোন সংবাদ নাই।

আরও দশ মিনিট কাটিল—তথাপি কোন সাড়াশব্দ নাই, একটিমাত্র ভিত্তি ব্যবধানে তাঁহারা দণ্ডায়মান; কোন শব্দ নাই। তখন দেবেন্দ্র-বিজয় অস্থির হইতে লাগিলেন। বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আর আমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিব, যা হয়, ঠিক করিয়া লও।" দেবেন্দ্রবিজয় পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেইরূপ নিঃশব্দে আরও পাঁচ মিনিট কাটিল।

দেবেন্দ্রবিজয় তখন সশব্দে সেই কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে স্তম্ভিত হইতে হইল, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হইল।

যে গৃহমধ্যে তিনি এই কতক্ষণ হস্তপদবদ্ধ জুমেলিয়া এবং রেবতীকে রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, সে কক্ষ শূন্য পড়িয়া আছে।

রেবতী নাই।

জুমেলিয়া নাই।

তাহাদের কোন চিহ্নও নাই।

পাছে ভ্রম হইয়া থাকে, এই সন্দেহে নিদারুণোদ্বেগে দেবেন্দ্রবিজয় উভয় হস্তে উভয় নেত্র মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। একি স্বপ্ন! জুমেলিয়াকে যে চেয়ারে বন্ধন করা হইয়াছিল, সেই চেয়ারের নিকটে অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, যে শৃঙ্খলে জুমেলিয়া আবদ্ধ ছিল, সেটা চেয়ারের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, হাতকড়ী ও বেড়ীও সেখানে আছে; তাহা অন্য চাবি দিয়া খুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

চেয়ারখানার উপরে এক টুক্‌রা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে লেখা ছিল;—

"কেমন মজা; বাহবা কি বাহব্বা—আবার যে-কে সেই! তুমি

বোকারাম গোয়েন্দা। আমি আবার স্বাধীন—রেবতী আবার আমার হাতে—পার—ক্ষমতা থাকে, তাকে উদ্ধার করিয়ো।

সেই

জুমেলা।"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "কিরূপে পলাইল? জুমেলা বাঁধা ছিল। কেবল বাঁধা নয়—তার সম্মুখে রেবতীও ছিল। একি ব্যাপার, শচী? শচী, তুমি যে লোকটাকে বাহিরে বেঁধে রেখে এসেছ, সে ত কোন রকমে এদিকে আস্‌তে পারে নাই?

শচীন্দ্র সেই সন্ধান লইবার জন্য তখনই যেমন লাফাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইবেন, অমনি আগুনের একটা সুতীব্র ঝট্‌কা আসিয়া তাহাকে তথায় ফেলিয়া দিল। সেই সঙ্গেই 'গ্রুম' করিয়া একটা পিস্তলের শব্দ হইল। মৃতবৎ শচীন্দ্র দেবেন্দ্রবিজয়ের পদপার্শ্বে পতিত হইল। এখন দেবেন্দ্রবিজয় কি করিবেন? এ মুহূর্ত্ত চিন্তার নহে—কার্য্যের। তখনই পিস্তল বাহির করিলেন, যেদিক্ হইতে আগুনের ঝট্‌কা আসিয়াছিল, সেইদিক্ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল দাগিলেন। তখনই কোন একটা ভারযুক্ত দ্রব্যের পতন-শব্দ এবং মনুষ্যের গেঙানি শুনা গে'ল—তবে পিস্তলের গুলিটা ব্যর্থ যায় নাই।

তখন দেবেন্দ্রবিজয় দ্বারদেশে নিপতিত শচীন্দ্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন; যেদিক্ হইতে গেঙানি-শব্দ আসিতেছিল সেইদিকে দুই-চারিপদ যাইয়াই দেখিতে পাইলেন, একটা লোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে; বুঝিলেন, তখনও লোকটা মরে নাই।

দেবেন্দ্রবিজয় নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শেষ উদ্যম

যখন দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, লোকটা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভদ্রলোক! আমি এখন তোমাকে যা' যা' জিজ্ঞাসা কর্‌ব, ঠিক্ ঠিক্ তার উত্তর দেবে কি? যদি না দাও, আমার হাত থেকে সহজে নিস্তার পাবে না—তোমার জিহ্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিব।"

সেই লোকটা ভয়ে ভয়ে বলিল, "আপনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে চান্?"

দেবেন্দ্র। জুমেলা কি প্রকারে মুক্তি পাইল?

লোক। আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।

দে। সেখানে আর একটা যে স্ত্রীলোক ছিল, সে কিছু বলে নাই?

লো। আমি আগেই তাকে তার অলক্ষ্যে ক্লোরফর্ম্ম ক'রে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

দে। গাড়ী! কোথাকার গাড়ী?

লো। পূর্ব্বদিক্‌কার পথের ধারে আগে একখানা গাড়ী এনে ঠিক ক'রে রেখেছিলেম।

দে। কার আদেশে?

লো। জুমেলিয়ার।

দে। কি জন্য গাড়ী এনে রেখেছিলে?

লো। জুমেলিয়ার মুখে শুন্‌লেম, তার সঙ্গে আপনি কোথা যাবেন বলেছিলেন।

দে। সে গাড়ীতে আর কে আছে?

লো। গিরিধারী নামে আমারই একজন বন্ধু—আমার সেই বন্ধুকেই

আপনার সঙ্গী-লোকটা নীচে বেঁধে ফেলে রেখেছিল ; আমি গিয়ে তাকে উদ্ধার করি ; তার পর আপনাদের এখানকার ব্যাপার চুপিসারে এসে দেখি ; সুবিধাক্রমে কাজ শেষ করি—তা'রা এখন সব চ'লে গেছে।

দে। তুমি গেলে না কেন ? তুমি যে বড় থেকে গেলে ?

লো। আপনাকে খুন কর্‌বার জন্য।

দে। আমাকে খুন করিয়া তোমার লাভ ?

লো। জুমেলিয়ার লাভ।

দে। তা'তে তোমার কি ?

লো। জুমেলিয়ার লাভে আমার লাভ।

দে। গাড়ীখানা কোথায় গে'ল ?

লো। দম্‌দমার দিকে।

দে। দম্‌দমার কোথায়—কোন্ ঠিকানায় ?

লো। ঠিকানা ঠিক জানি না—তবে বেলগাছি ছাড়িয়ে যেতে হবে।

দে। বেলগাছি ছাড়িয়ে কত দূর যেতে হবে ?

লো। শুনেছি, বেশি দূর না—দু-চারখানা বাগানের পরেই একটা গেটওয়ালা বাগান আছে, সেই বাগানের ভিতরে।

দে। ও বুঝেছি ! হরেকরামের বাগান বুঝি ?

লো। হাঁ—হাঁ—ঠিক ঠাওরেছেন।

দে। যদি তা' না হয়—যদি মিথ্যা বলে থাক—তোমার আমি—

বাধা দিয়া আহত ব্যক্তি বলিল, "আমি মিথ্যাকথা বলি নাই।"

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন, "জুমেলিয়ার সঙ্গে তোমার আর তোমার বন্ধুর কতদিন পরিচয় হয়েছে ?"

"এক সপ্তাহ হবে।"

"সে বাগানে আর কেউ আছে ?"

"একজন দ্বারওয়ান—তার নাম পাহাড় সিং।"

"জুমেলা আর তোমার বন্ধু গিরিধারী কতক্ষণ গেছে?"

"আমি যখন আপনার সঙ্গাকে গুলি করি, তার একটু আগে।"

"আমাকে খুন কর্‌তে তুমি থেকে যাও, কে'মন? আমাকে খুন করবার কারণ কি? জুমেলিয়ার লাভ কি রকম?"

"জুমেলা যাবার সময় ব'লে গেছে, আপনাকে খুন কর্‌লে সে আমাকে বিবাহ কর্‌বে।"

"তুমি কি তাকে বিশ্বাস করো?"

"আগে করেছিলাম বটে।"

শচীন্দ্রের ক্রমে জ্ঞান হইতে লাগিল; অল্পক্ষণ পরে উঠিয়া বসিল। দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন। "শচী, চলিতে পারিবে?"

শ। পারিব।

দে। জুমেলা এখন কোথায় যাইবে আমি জেনেছি—আমি এখনই তার সন্ধানে চল্‌লেম; তুমি এখন এখানে থাক—যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি এইখানে থাক; সুবিধামত কোন পাহারাওয়ালাকে রাস্তায় পেলে তোমার সাহায্যার্থ তাকে এখানে পাঠিয়ে দেব।

দেবেন্দ্রবিজয় এই বলিয়া ক্ষিপ্রপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতি অল্পক্ষণে তিনি ছুটিয়া আসিয়া জগুবাবুর বাজারের পথে পড়িলেন, তথায় দুই-একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী তখনও আরোহীর অপেক্ষায় ছিল। দেবেন্দ্রবিজয় লাফাইয়া একখানি গাড়ীর কোচ্‌বক্সে গিয়া উঠিলেন; ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া গাড়ী জোরে হাঁকাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল; দেবেন্দ্রবিজয়কে পাগল অনুমানে শঙ্কিত হইল।

দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে বলিল, "গাড়ী দম্‌দমায় যাবে, খুবই দরকার। বাধা দিয়ো না, বাধা দাও—গাড়ী থেকে ফেলে দিব; চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাক; যদি দশ টাকা ভাড়া পেতে চাও—কোন কথাটি ক'য়ো না, চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাক।"

গাড়োয়ান অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল। সে দুইদিনে কখন দশ টাকা রোজগার করিতে পারে নাই, এক রাত্রেই দশ টাকা পাইবে শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল।

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উদ্যমের শেষ

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা শ্যামবাজার অতিক্রম করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে দম্‌দমায় আসিয়া পড়িল। এখনও সেইরূপ তীরবেগে গাড়ী ছুটিতেছে।

* * * * *

যখন সেই গাড়ী হরেক্‌রামের বাগানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন গাড়ীখানার সম্মুখের একখানি চাকা খুলিয়া গেল—গাড়ী দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রবিজয় কি এখন চুপ্‌ করিয়া থাকিতে পারেন—লাফাইয়া ভূতলে পড়িলেন; নির্ব্বাক্‌ গাড়োয়ানের হাতে একখানা দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় মরুদ্বেগে ছুটিতে লাগিলেন—যথাকালের মধ্যে হরেক্‌-রামের উদ্যান-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্যানের মধ্যে আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটা দ্বিতল অট্টালিকা

দেখিতে পাইলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বামপার্শ্বস্থ সোপানাতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন। বারান্দায় বসিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে পাহাড় সিং তাম্রকূটধূম্র পান করিতেছিল—দেবেন্দ্রবিজয় নিঃশব্দে তাহার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইলেন। পাহাড় সিং হুঁকায় যেমন একটী লম্বা টান্ দিতে আরম্ভ করিয়াছে, দেবেন্দ্রবিজয় উভয় হস্তে তাহার গলদেশ টিপিয়া ধরিলেন। সুখটানে বাধা পড়িল—হুঁকার কলিকা ফেলিয়া পাহাড় সিং গোঁ গোঁ করিতে লাগিল—ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, চক্ষু উল্টাইয়া গে'ল। তখন দেবেন্দ্রবিজয় তাহার গলদেশ ছাড়িয়া দিলেন, তাহারই পরিহিত বস্ত্রে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিলেন ও মুখবিবরে খানিকটা কাপড় প্রবেশ করাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; তাহার পর দ্রুতপদে নিম্নে অবতরণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শেষ

বৈঠকখানা গৃহে দেবেন্দ্রবিজয় প্রবিষ্ট হইলেন, তথায় কেহ নাই। এক পার্শ্বে একটা অৰ্দ্ধমলিন শয্যা ছিল, তাহার উপরে ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে উদ্যানের বাহিরে ঐকটা সচল গাড়ীর ঘর্ঘর ধ্বনি উঠিল। দেবেন্দ্রবিজয় গবাক্ষ দিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, একখানি গাড়ী ফটক্ দিয়া উদ্যান-মধ্যে আসিল; বুঝিতে পারিলেন, তন্মধ্যে জুমেলিয়া ও তাঁহার পত্নী আছে, উপরে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল, সে সেই গিরিধারী সামন্ত।

গাড়ীখানা ক্রমে অট্টালিকার দ্বারসমীপাগত হইয়া দাঁড়াইল—লাফাইয়া গিরিধারী সামন্ত অগ্রে ভূতলে অবতরণ করিল।

"পাহাড় সিং! পাহাড় সিং!" জুমেলা চীৎকার করিয়া ডাকিল। পাহাড় সিং উত্তর করিল না। কে উত্তর দিবে?

গিরিধারী সামন্ত বলিলেন, "মরুক্ ব্যাটা—হতভাগা পাজী! গে'ল কোথায়?"

জুমেলিয়া বলিল "হয় ত ব্যাটা সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে, বেহুঁস্ হ'য়ে প'ড়ে আছে—মরুক্ সে! গিরিধারী, তুমি আমার ভগিনীকে তুলে নিয়ে যাও।"

"ভগিনী! জুমেলিয়ার?" মৃদুগুঞ্জনে ডিটেক্‌টিভ আপনা-আপনি বলিলেন—তাঁহার আপাদমস্তক বিকম্পিত হইল।

গিরিধারী জিজ্ঞাসিল, "ম'রে গে'ছে না কি?"

ঈষদ্ধাস্যে জুমেলিয়া বলিল, "মরেছে? না—এখনও মরে নি; যাও—ইহাকে তুলে নিয়ে যাও।"

গিরি কোথায় নিয়ে রাখ্‌ব?

জু। বৈঠক্‌খানা ঘরে।

বৈঠক্‌খানার ভিতরে দেবেন্দ্রবিজয় তাহাদের অপেক্ষায় ছিলেন। গিরিধারী সেই কক্ষেই আসিবে জানিয়া দ্বারপার্শ্বে লুক্কায়িত রহিলেন। তখনই সংজ্ঞাহীনা রেবতীকে লইয়া গিরিধাবী তথায় প্রবিষ্ট হইল। তথায় আলো না থাকায় সে দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিতে পাইল না। পশ্চিম-পার্শ্বস্থিত অর্দ্ধোন্মুক্তবাতায়নপ্রবিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে ঘরটি অস্পষ্টভাবে আলোকিত; তৎসাহায্যেই গিরিধারী শয্যাটী দেখিতে পাইল, তদুপরি রেবতীকে রাখিয়া বহির্গমনোদ্যোগ করিল।

এমন সময়ে দেবেন্দ্রবিজয় নিঃশব্দে তাহাকে আক্রমণ করিলেন; যেরূপে তিনি পাহাড় সিংকে বন্দী করিয়াছিলেন, সেইরূপে গিরিধারীকেও বন্দী করিলেন; কোন শব্দ হইল না; অথচ কার্য্যসিদ্ধ হইল। তাহার মৃতকল্পদেহ পালঙ্কের নিম্নে রাখিয়া দিলেন।

তৎপরেই তিনি রেবতীর নিকটস্থ হইলেন, তাঁহার মুখের নিকট মুখ লইয়া সেই অস্পষ্টালোকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, রেবতী এখন ক্লোরফর্ম্মের দ্বারাই অচেতন আছে মাত্র। আশঙ্কার কোন কারণ নাই। দেবেন্দ্রবিজয় মৃদুস্বরে বলিলেন, "হতভাগিনি! তোমার দুর্দ্দিন এইবার শেষ হইবে।"

বাহির হইতে জুমেলিয়া ডাকিল, "গিরিধারি! গিরিধারি!"

দেবেন্দ্রবিজয় গিরিধারীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, "আবার কি—কি হয়েছে? চ'লে এস না তুমি।"

জুমেলিয়া বাহির হইতে বলিল, "এখান থেকে ঔষধের বাক্সটী আর কাপড়গুলো নিয়ে যাও।"

পূর্ব্ববৎ দেবেন্দ্রবিজয়, "রেখে দাও—তোমার কাপড় আর বাক্স, আমি তোমার বোন্‌কে নিয়ে দস্তুরমত একটা আছাড় খেয়েছি।" শুনিতে পাইলেন, জুমেলিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত হাসিতেছে; গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন, জুমেলিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার হস্তে সেই কিরীচ উন্মুক্ত রহিয়াছে, চন্দ্রকরে সেটা বিদ্যুদ্বৎ ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

ক্রমে জুমেলিয়া বৈঠকখানা গৃহের নিকটস্থ হইল; দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নকণ্ঠে ডাকিল, "গিরিধারী!"

তখন দেবেন্দ্রবিজয় তাঁহার গুপ্ত লণ্ঠন বাহির করিয়া স্প্রীং টিপিয়া দিলেন; উজ্জ্বল সুতীব্র আলোকরশ্মিমালা জুমেলিয়ার চক্ষু ধাঁধিয়া তাহার মুখের উপরে পড়িল।

কর্কশকণ্ঠে দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "গিরিধারী এখানে নাই; তোমার অপেক্ষায় আমিই আছি, জুমেলা।"

"দে-বে-ন্দ্র-বি-জ-য়!" জুমেলিয়া সবিস্ময়ে বলিল।

"হাঁ, দেবেন্দ্রবিজয়—তোমার যম—তোমার শত্রু—তোমার পরম

শত্রু। এক পা যদি নড়্‌বে, এখনই তোমাকে গুলি কর্‌ব—এতদিন তুমি আমাকে নাস্তানাবুদ ক'রে তুলেছিলে; তোমার জন্য কতদিন আমার অনাহারে কেটে গেছে; এমন কি নানাপ্রকার দুর্ঘটনায় আমার মস্তিষ্কও তুমি বিকৃত ক'রে দিয়েছ; আজ তোমার নিস্তার নাই; দেবেন্দ্রের হাতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই—এক পা অগ্রসর হইলেই গুলি কর্‌ব। দেবেন্দ্রবিজয় ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

জুমেলিয়া ভয় পাইল না; তাহার অখণ্ড প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্মিতমুখে বলিতে লাগিল, "মাইরি! গুলি কর্‌বে? তুমি! দেবেন্দ্রবিজয়। জুমেলিয়াকে? পার না—তোমার সাধ্য নয়—তোমার হাতে মৃত্যুতেও জুমেলিয়ার কলঙ্ক আছে। দেবেন্! তোমার হাতে মর্‌ব! হায়! হ'য়ে কে'ন মরি নাই! মাতৃস্তন্য কেন আমার বিষ হয় নাই! যাকে ভালবাসি, তার হাতে আমি মর্‌ব! কষ্টকর—বড় কষ্টকর—সে মৃত্যু বড় কষ্টকর, দেবেন্! দেবেন, এখনও বল্‌ছি, তোমাকে আমি ভালবাসি—আগে বাসতাম্, এখনও বাসি—ম'রেও ভুল্‌তে পার্‌ব, এমন বোধ হয় না। ভালবাসি বলিয়াই ত আমি আজ না এই বিপদ্‌গ্রস্ত; নতুবা এতদিন তোমাকে আমি কোন্ কালে এ সংসার থেকে বিদায় দিতাম। অনেকবার মনে করেছি—পারি নাই; ঐ মুখ দেখেছি—ভুলে গেছি—সব ভুলে গেছি। আপনাকে ভুলে গেছি, আপনার কর্ত্তব্য ভুলে গেছি, জগৎ-সংসার ভুলে গেছি। শোন দেবেন, যদি তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'তে, তোমার অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ কোন গোয়েন্দা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিত, সে কখনই আমার কেশস্পর্শও করতে পার্‌ত না। অবলীলাক্রমে আমি তাহাকে নিহত করতেম্। এই তুমি—তোমার রূপে—তোমার গুণে যদি না আমি ভুলতেম—তা' হ'লে তুমি

এতদিন কোথায় থাকতে—কি হ'ত তোমার, কে জানে? এতদিন তুমি আবার কোথায় নূতন জন্মগ্রহণ করতে। তোমাকে ভালবাসিয়াই ত সর্ব্বনাশ করেছি—নিজের মৃত্যু—নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকেছি। কি করব? মন যে আমার বশে নয়—এই তো হয়েছে মুস্কিল। যখন তুমি তোমার গুরু অরিন্দম গোয়েন্দার সাহচর্য্য কর, আমার গুরুই বল—স্বামীই বল ফুলসাহেবকে গ্রেপ্তার কর, তখন হ'তে আমি তোমাকে কি চোখে দেখেছি, তা জানি না। দেবেন্, এটা যেন চিরকাল স্মরণ থাকে—যে জুমেলা তোমার পরম শত্রু, সেই জুমেলাই তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী; যে জুমেলার তুমি পরম শত্রু, সেই জুমেলার তুমি প্রাণের রাজা। তোমার হাতে মরতে, মৃত্যুযন্ত্রণা বড় ভয়ানক হবে; নিজে মরি—দেখ তোমার সামনে মরি—হাসতে হাসতে মরতে পারবো। তুমিও জুমেলার মৃত্যু হাসিমুখে দেখতে থাক, জুমেলাও তোমাকে দেখতে দেখতে হাসিমুখে মরুক।" এই বলিয়া জুমেলিয়া সেই কিরীচ নিজের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিল। ভলকে ভলকে অজস্র শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বুকের ভেতরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল, করতলে বুকের সেই ক্ষতস্থান চাপিয়া বাত্যাবিচ্ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় জুমেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহতলে পড়িয়া গেল। মুখ ও দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে মৃত্যুছায়ান্ধকারম্লান হইয়া আসিল। তখনও সেইরূপ প্রবলবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিহিত বসন ও গৃহতল প্লাবিত করিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন বাতবিকম্পিত, রক্তচন্দনাক্ত রক্তপদ্মবৎ জুমেলিয়া সেইখানে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল—তখনই তাহার মৃত্যু হইল।

দেবেন্দ্রবিজয়ের পরম শত্রু এইখানে এইরূপে পরাভূত ও নিহিত হইল।

সে সময়ে কেহ যদি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিত, অবশ্যই সে দেখিতে পাইত, দেবেন্দ্রবিজয়ের চক্ষু তখন নিরশ্রু বা শুষ্ক ছিল না। সেই সময়ে তাঁহার সেই বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দুটিতে দুইবিন্দু জল টল্‌টল্ করিতেছিল।

সমাপ্ত